ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
শ্রদ্ধার্ঘ্য

নির্বাচিত নিবন্ধ

নিলয় নীল

নির্বাচিত নিবন্ধ

নিলয় নীল

সম্পাদনা
ধর্মপচারক

একটি ধর্মকারী ইবুক
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

নির্বাচিত নিবন্ধ

নিলয় নীল

সম্পাদনাঃ
ধর্মপচারক

প্রথম সংস্করণঃ
আগস্ট ২০১৬

প্রকাশক
ধর্মকারী
ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইমেইল:
dhormockery@gmail.com

ওয়েব:
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

প্রচ্ছদ
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

উৎসর্গ

নিলয় নীল-এর উদ্দেশে



(১০ নভেম্বর ১৯৮৯ - ৭ আগস্ট ২০১৫)

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পৃষ্ঠা নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

নিলয় নীল:

রক্তলোলুপ ইছলামের স্বভাবসুলভ বর্বরতার শিকার

বীভৎস সেই হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে দু'টি নোট লিখেছিলেন নিলয় নীল। তিনি, সম্ভবত, অনুমান করতে পেরেছিলেন আসন্ন বিপর্যয়ের কথা। এখন নোটদুটো পড়লে বুক ভেঙে যায় দুর্বহ বেদনায়।

গত বছর ১৯ এপ্রিল নিলয় নীল লিখেছিলেন:

ইঁদুরে খুব জ্বালাচ্ছে, ইঁদুর মারার ওষুধ দিয়ে একাধিকবার চেষ্টা করলেও একটা ইঁদুরও মারতে পারিনি। অবশেষে নিয়ে আসলাম ইঁদুর মারার আঠার ফাঁদ। রিজিকের মালিক যেহেতু আল্লাহ্, তাই আল্লাহর উছিলা হিসেবে এই ফাঁদের ওপর খাবার দিলে ইঁদুর তা খেতে এসে আটকে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো: ইঁদুর আটকে অসহায়ের মতো বসে থাকবে, আর আমার তাকে হত্যা করতে হবে। হত্যা করার অস্ত্র হিসেবে আমি ব্যবহার করবো প্লায়ার্স, প্লায়ার্স দিয়ে অসহায় ইঁদুরের ঘাড় ধরে চাপ দিয়ে ঘাড় ভেঙে তাকে মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় ধরে ভাবছি, এটা আমি কীভাবে করবো? এটা কি আসলেই আমি করতে পারবো? মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছি, জ্যান্ত ইঁদুরটাকে আমাকেই হত্যা করতে হবে, কিন্তু পারবো কি না, আল্লাহ্ই জানে। আল্লাহ্, আমাকে ইঁদুর মারার তৌফিক দান করো।

আমি বাজার থেকে মুরগী আনলে সবসময় কেটে আনি, আর কাটার সময় মুরগী কাটা দেখি না। তবে কিছুদিন আগে দেশী জ্যান্ত মুরগী এনে ভাবছিলাম, এটার কল্লাটা আমি কীভাবে কাটবো? অবশেষে আমার দ্বারা এই কাজ করাও সম্ভব হয়নি। আমি একটা জ্যান্ত মুরগীকে কিছুতেই কাটতে পারলাম না।

আমি একটা জ্যান্ত মুরগী বা ইঁদুর মারতে পারি না, কিন্তু ওরা কিভাবে একটা জ্যান্ত মানুষকে কুপিয়ে মেরে ফেলে, বুঝি না!

এর পর ১২ মে তারিখে লিখলেন:

আমার জীবন অর্থহীন, এই গাড়ি, বাড়ি, সুন্দর নারী, টাকা-কড়ি সবকিছুই অর্থহীন কারণ সবকিছু মৃত্যুতেই পরিসমাপ্তি ঘটবে, তারপরও আমি সেগুলোর পিছনে দৌড়াই। মৃত্যু চরম বাস্তবতা হলেও উদ্ভব ও বিকাশের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে আমরা মানুষেরা কখনোই তা মানতে চাই না। উৎকর্ষতা কল্পনাশক্তিকে বাড়ায় তাই অর্থহীন এ জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য আমরা কল্পনা করি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি।

আমি জানি এগুলো কল্পনা মাত্র, ঐ কল্পনায় আমি সুখী হতে পারি না। একেক ধর্ম যেভাবে বলছে সেভাবে ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক নেই তাহলে কি আছে এই প্রশ্নের উত্তরেও বলবো আমি জানি না, আমার জানা সম্ভবও না। আমি যেমন জানি না তেমন অন্যসব ধর্মের তথাকথিত মহাপুরুষরাও জানে না, তারা প্রতারিত করছে মানুষকে শুধু এটুকুই আমি জানি।

সেই প্রতারণার কথা বলতে গেলে আমায় কেন মরতে হবে? আমি বাঁচতে চাই, আরও কিছুকাল বাঁচতে চাই। আরও কিছু সময় নারীর বুকে মুখ লুকিয়ে ভালোবাসা খুজতে চাই, দুইখান তেল চুপচুপে বেগুন ভাঁজা দিয়ে সাদা ভাত মেখে গাপুস গুপুস খেতে চাই, কোলবালিশটা জড়িয়ে দুঃস্বপ্নমুক্ত নিদ্রা যেতে চাই, নতুন নতুন বন্ধুদের সাথে পরিচিত হয়ে আড্ডা দিতে চাই, আরও কতোকিছু করতে চাই যা এখনো করতে পারি নি। মৌলিক চাহিদা এখন একটাই - অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা কিছুই চাই না, শুধু স্বাভাবিক মৃত্যুর একটুখানি নিশ্চয়তা চাই।

হায়! মদিনা সনদে পরিচালিত এই বাংলাস্তান আপনার মতো কাফের, মুরতাদকে এমন নিশ্চয়তা দেবে, সেই দুরাশা কেন করেছিলেন, নীল? তবে যখন আপনার বোধোদয় হলো যে, এই দেশের সরকার, প্রশাসন, পুলিশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আপনার মুক্তচিন্তাচর্চাকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণা করে আপনাকেও (আপনার হত্যাকাণ্ডের পর এরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উল্লাসে মেতে উঠেছিল), তখন আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পেতে দেশত্যাগের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু হায়, দেরি হয়ে গিয়েছিল ততোদিনে।

মনে পড়ে, নিলয় নীল ধর্মকারীতে লিখতে শুরু করেছিলেন ২০১০ সালের শুরুর দিকে - ধর্মকারী চালু হবার কয়েক মাস পরের কথা সেটা। লিখেছেন অনেক নিবন্ধ। বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে, বিচিত্র বিষয় নিয়ে। তাঁর লেখা সেইসব নিবন্ধ থেকে সেরাগুলো বেছে নিয়ে সংকলিত করা হলো এই ইবুকে।

এছাড়া তিনি পাঠিয়েছিলেন ধর্মসংশ্লিষ্ট সংবাদের অগণ্য লিংক, যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে 'ইসলামী ইতরামি' ও 'লিংকিন পার্ক'-এর বিভিন্ন পর্বে।

আরও মনে পড়ে, ধর্মকারী থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইবুক দু'টির সংকলক ছিলেন নিলয় নীল। ইছলাম ও হিন্দুধর্মে নারীরা কতোটা ঘৃণ্য, অপাংক্তেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অস্পৃশ্য - সেটাই ছিলো ধর্মীয় কিতাবের উদ্ধৃতিবহুল এই বই দুটোর উপজীব্য। ইবুক দুটোর নাম – ‘ইসলামী শস্যক্ষেত্র’ ও ‘সনাতনী কামিনী’।

এর পরে তিনি "ভালো ধর্ম" হিসেবে প্রচারিত (যদিও ‘ভালো’ ও ‘ধর্ম’ – এই শব্দদু’টির সহাবস্থান অবাস্তব) বৌদ্ধধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি সিরিজ লিখতে শুরু করেন। নাম দিয়েছিলেন ‘বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র: নারীরা হল উন্মুক্ত মলের মতো দুর্গন্ধযুক্ত’। পরম পরিতাপের বিষয়, লেখাটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট - কোনও ধর্মের প্রতিই তাঁর দুর্বলতা বা পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। অকাতরে সমালোচনা করে গেছেন সব ধর্মেরই। কিন্তু তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে ইছলামের মহানবীর মহান বীর অনুসারীদের হাতে, যারা ইছলামের ফরজ ও ছুন্নত হাছিল করে জান্নাতের হুরসঙ্গমস্বপ্নে বিভোর এখন।

ধর্মকারী
৭ আগস্ট, ২০১৬

সনাতনী বিগ্যান

পোপ যখন প্রথম বাইবেলের মধ্যে 'বিজ্ঞান' পেলেন, তখন এক বিজ্ঞানী পোপকে অনুরোধ করেছিলেন, দয়া করে এটি করতে যাবেন না, কারণ বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ধর্ম স্থবির। কোনো দিন আসতে পারে, যখন প্রমাণ হতে পারে যে, বিগ ব্যাং পুরো ভুল, এবং বিজ্ঞান সেটা গ্রহণ করবে, কিন্তু আপনারা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা, শুধু খ্রিষ্টান ধর্মেই নয়, একে একে ইসলাম, হিন্দু এবং আরও কিছু ধর্মের ধর্মগ্রন্থে এখন বিগ ব্যাং পাওয়া যায়।

একটা ব্যাপার চিন্তা করুন, কার ধর্ম কতোটা বিজ্ঞানময়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার জন্যই ব্যস্ত ধার্মিকরা। কিন্তু কার বিজ্ঞান কতোটা ধর্মময়, তা ধর্মীয়ভাবে প্রমাণ করার জন্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্ত নয়। এর মাধ্যমেই বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বাড়ছে বলে ধার্মিকরা এখন তাদের ধর্মে 'বিজ্ঞান' খুঁজে পাচ্ছেন। প্রবীর ঘোষের ভাষায় বলতে হয়, আপনি প্রার্থনা করে একটা কম্পিউটার তৈরি করতে পারলে (কোনোরূপ কৌশল ছাড়া) আমি অবশ্যই আপনার প্রার্থনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনার ধর্ম গ্রহণ করবো, আর না হলে তা নিয়ে আমি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাসাহাসি করলেও তা নিতান্ত অপরাধ হওয়া উচিত নয়।

ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজায় এখন মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও পিছিয়ে নেই। গতকাল একটা পেইজ দেখলাম - বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্ম। পোস্টগুলোতে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে দেখলাম, "রামায়ণের কাহিনী শুধু কল্পকাহিনী নয়, তার প্রমাণ রামসেতু যা ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র লঙ্কায় পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন, আজও স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে ইহা অক্ষত আছে, NASA-এর বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সেতু এটি এবং এটি কোন প্রাকৃতিক সেতু নয়, ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট সেতু।"

এর মাধ্যমে আমরা বুঝলাম, নাসা এখন মহাকাশ গবেষণা বাদ দিয়ে সেতু আর হিন্দুধর্মের ভগবান রাম চন্দ্র নিয়ে গবেষণা শুরু করছে। আসলে পৌরাণিক সাহিত্যের অনেক কিছুই বাস্তবে কিছু ঘটনা থেকে বানিয়ে বানিয়েও তৈরি হতে পারে, তাই বলে এর মাধ্যমে সমগ্র পৌরাণিক কাহিনী সত্য হয়ে যায় না।

এর পর পেলাম, নিউটন যে মধ্যাকর্ষন শক্তির কথা বলেছেন, তা তিনি কীভাবে বেদ থেকে চুরি করছেন, তার বিবরণ। তারপর দেখলাম, শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ-এর মুখ নিঃসৃত বাণী। মানুষ দিন দিন বিজ্ঞানের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত কর্মের কেন্দ্রভূমি একথা জেনেও ক্ষণস্থায়ী কলাকৌশলের প্রতি একজনের চেতনাকে নিবদ্ধ না করে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হল তার চেতনাকে পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখী করা। একটি সাধারণ কেন্দ্রের চারপাশে অসংখ্য এককেন্দ্রিক বৃত্তের অস্তিত্ব সম্ভব। অনুরূপভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সমস্ত কর্মের কেন্দ্র হিসেবে রেখে সমস্ত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ তথা বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত হতে পারেন। পেশা যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই কর্তব্য হল তার সমস্ত কর্মের কেন্দ্রস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞান আয়ত্ত করা।"

আমরা নতুন একটা বিজ্ঞানের নাম জানলাম তা হল শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞান।

এর পর দেখলাম, সমুদ্রের নিচে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানের সন্ধান লাভ। "১৯৮৩ সাল থেকে ভারতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশিয়ানোগ্রাফি মাধ্যমে মেরিন আরকিওলজি টিম নিযুক্ত থেকে বর্তমানে তারা ভারতের উপকূলবর্তী গুজরাট এর দ্বারকা (নতুন) সমুদ্র তীর থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের জলের নিচে পৌরাণিক শহর দ্বারকা রাজ্য অনুসন্ধান পায়। শক্তিশালী প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থিত দ্বারকা রাজ্য। ভারতের সবচেয়ে

সম্মানিত এক আরকিওলজিস্ট Dr. S R Rao এর নেতৃত্বে কাজটি পরিচালনা করা হয়। ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শ্রী কৃষ্ণের এবং বলরামের স্মৃতি বিজরিত এবং তাদের বংশ এবং একটি মন্দির দেহাবশেষের ছারও শ্রী কৃষ্ণের পুত্রদের নাম খুদাই করা কিছু শিলা পাথরের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।"

হুবহু কপি করে দিলাম, দেখুন পোস্টটার মধ্যে রয়েছে অজস্র ভুল। ১৯৮৩ সালের পানির নিচে এত বড় একটা আবিষ্কার, অথচ আমরা কেউ জানলাম না! আর শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃততে আমি দেখেছি, শ্রীকৃষ্ণের কতোগুলো গর্ভে কতজন পুত্র ছিল, তা শ্রীকৃষ্ণও জানতেন না। বেশির ভাগ নারী তাঁর বীর্যে পুত্র সন্তান লাভ করে ধন্য হতেন। শ্রীকৃষ্ণ বেচারা আর কী করবেন, তিনি পাবলিক সার্ভিস প্রদান করতেন। পাবলিক ডিমান্ড বলে কথা।

স্বামী কেন আসামী? মুসলিম কেন হিন্দু?

অনেকেই বলেন, মুসলমানদের জ্ঞান মাথায় থাকে না, কুরআনে রাখা থাকে। তবে বর্তমানে মুসলমানদের জ্ঞান কুরআনেও নেই, আছে জাকির নায়েকের কাছে গচ্ছিত। জাকির নায়েক যা বলবে, তা-ই গ্যাং এবং বিগ গান। জাকির নায়েক হিন্দুধর্মের কল্কি দেবতার আবির্ভাবের পূর্বাভাসকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন এবং এই কল্কি দেবতাই যে মুহাম্মদ, তা নিজের ইচ্ছামত বানানো রেফারেন্স দিয়ে আবিষ্কারও করছেন।

জাকির নায়েকের বিগ গান পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, মোহাম্মদ হিন্দুধর্মের নবী ছাড়া আর কিছু না। কাজেই নবীর অনুসারী হিসাবে মুসলমানরা হিন্দুধর্মের অনুসারী। হিন্দুধর্মে কতো হাজার বছর আগে ঠিকঠাক বলে দিয়েছে মোহাম্মদের আগমনের কথা। এটা থেকেই মুসলমানদের বোঝা উচিত, হিন্দুধর্ম প্রকৃত ধর্ম। এক সাধু উক্তি করেছিলেন, সবাই হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে কাটাকাটি করে মুসলমান হয় মাত্র, জাকির নায়েক এই উক্তিটার সত্যতা নিরূপণ করলেন।

এখন আমরা দেখব হিন্দুধর্মের কল্কি অবতার নবী মোহাম্মদ কি না। প্রথমেই আমাদের বোঝা উচিত - নবী ও অবতার শব্দ দুটো পুরোপুরি বিপরীত। নবী বলতে বোঝায়, আল্লাহ প্রেরিত মানুষকে আর অবতার বলতে বোঝায় বিভিন্ন রূপ ধরে ঈশ্বরের নিজেরই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়াকে। জাকির নায়েক দাবি করেন, মোহাম্মদ সম্পর্কে ভবিষ্যপুরাণে নাকি সব কিছু বলা আছে। প্রথমেই কল্কি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে কী কী বলা আছে, একটু দেখি:

১.

কল্কির জন্মস্থান: গ্রাম - সম্ভল, জেলা - মরাদাবাদ, অবস্থান - নর্মদা নদীর পাশে, প্রদেশ - উড়িষ্যা। (জাকির ব্যাখ্যা করছেন সন্তলা বা সন্তলাহ বলে। "সন্তলা" শব্দের অর্থ প্রশান্ত বা শান্তির জায়গা। মক্কায় রাসুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর আমরা জানি মক্কাকে দারুল আমান বা শান্তির জায়গা বলা হয়।" শুনছেন, নবী যখন জন্মগ্রহণ করছেন তখন নাকি ইসলাম মতে মক্কাকে শান্তির জায়গা বলা হত?

২.

কল্কির পিতার নাম - বিষ্ণুআশা/vishnuyasha (আর জাকির নায়েক এইটাকে বানাইছে বিষ্ণুয়াস। এর পর ব্যাখ্যা করছে বিষ্ণু কথার অর্থ ঈশ্বর এবং ইয়াস কথার অর্থ দাস। লক্ষ্য করুন, বিষ্ণু ঠিক রাখলেও সংস্কৃত য়াসকে আরবি ইয়াস বানিয়েছে, তারপর অর্থ করেছে ঈশ্বরের দাস। বিষ্ণুয়াস কথাটি আরবিতে করলে হবে আব্দুল্লাহ। রাসুলের পিতার নাম আব্দুল্লাহ ছিল বলে মত দিয়েছেন জাকির।), মাতার নাম - সুমতি (জাকির নায়েক এখানে বলেছেন "সুমতি শব্দের সাংস্কৃত অর্থ হল প্রশান্ত, প্রশান্তি বা শান্তি। আর মুহাম্মাদের মায়ের নাম ছিল আমিনা। যার অর্থ হল প্রশান্ত বা শান্তি।" দেখুন, কত বড় মিথ্যুক! সুমতি শব্দের অর্থ নাকি শান্তি! শরৎচন্দ্র যদি জাকিরের এই বাংলা অর্থ শুনতেন, তাহলে তারও কিছু সুমতি হত, তিনি আর 'রামের সুমতি' উপন্যাস লিখতেন না।)

৩.

গোত্র - ব্রাহ্মণ (জাকির কাণ্ড এইটারে গবেষণা করেও কোনো সাইজে না ফেলে চুপ ছিলেন)।

৪.

জন্মের সময় পরশুরাম, কৃপ, ব্যাস, অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য মুনি ঋষিরা যুবক সন্ন্যাসীর রূপে কল্কির সাথে দেখা করবেন (মোহাম্মদের সাথে দেখা করেছিলেন কি না তা, জাকির কাণ্ড বলেননি।)

৫.
কল্কির ভাই বোন - তিন ভাই, বোন নেই।
ভাইদের নাম - কবি (Kavi), প্রজ্ঞা (pragya), সুমন্তক (Sumantak), তার অবস্থান চতুর্থ কল্কি (এ বাপারেও কবি নীরব।)

৬.
সেই সময় রাজা থাকবেন - রাজা বিশাখারুপ (অই সময় মক্কায় রাজা যেন কে ছিলেন?)
ডিগবাজি ও আশুরা

ছোটকালে আমি খুব সুন্দর ডিগবাজি দিয়ে সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারতাম। একদিন আমার বয়সী আমার এক কাজিন আমাকে দেখে ডিগবাজি দেয়া শুরু করলো। আমার তো মেজাজ খারাপ হল, আমার দেখাদেখি সে ডিগবাজি কেন দেবে? তার ডিগবাজির বিরোধিতা যখন আমি করি, তখন সে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো। আমি যেভাবে ডিগবাজি দিই, সে সেভাবে না দিয়ে অন্যভাবে দেয়া শুরু করলো। সত্যি কথা বলতে কি, মোহাম্মদের অবস্থাও আমার সেই কাজিনের মত হয়েছিল। নিম্নে বিশ্লেষণ করছি:
রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তিনি আশুরার দিনে ইহুদিদের রোযা পালন করতে দেখলেন। যেমন হাদিসে এসেছে,
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) মদীনায় এসে দেখলেন যে, ইহুদিরা আশুরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন এটা

কোন দিন যে তোমরা রোযা পালন করছ? তারা বললঃ এটা এমন এক মহান দিবস যেদিন আল্লাহ মুছা (আঃ) ও তার সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউনকে তার দলবলসহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মুছা (আঃ) শুকরিয়া হিসেবে এ দিনে রোযা পালন করেছেন। এ কারণে আমরাও রোযা পালন করে থাকি। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের চেয়ে আমরা মুছা (আঃ) এর অধিকতর ঘনিষ্ট ও নিকটবর্তী। অতঃপর রাসূল (সাঃ) রোযা পালন করলেন ও অন্যদেরকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু একটা পর্যায়ে শয়তান ইহুদিরা এর বিরোধিতা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, নবী তাদের অনুসরণ করছেন। তাই রাসূল (সাঃ) সংকল্প করলেন, আশুরার দিনে তিনি ইহুদিদের মত আর একটি করে রোযা পালন করবেন না। বরং এ রোযার সাথে মুহাররম মাসের নবম তারিখে একটি রোযা বাড়িয়ে রাখার মাধ্যমে ইহুদিদের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বহু হাদিস এসেছে।

যেমন,

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) আশুরার রোযা পালন করলেন ও অন্যকে পালন করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেনঃ এটা তো এমন এক দিন যাকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মান করে থাকে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেনঃ আগামী বছর আসলে ইনশা-আল্লাহ আমরা নবম তারিখে রোযা পালন করব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ পরবর্তী বছর আসার পূর্বেই রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন। (মুসলিম)

আর একটি হাদিস দেখি আমরা,

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আশুরা দিবসে রোযা পালন কর ও এ ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা কর। তাই তোমরা আশুরার একদিন পূর্বে অথবা একদিন পরে রোযা পালন করবে। (আহমদ)

এ দিনে রোযা পালনের ফযীলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) কে আশুরার রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেন: "বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়। (মুসলিম, তিরমিযী)

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন, এ হাদিসের ব্যাখ্যা হল: যে রোযা পালনকারীর গুনাহ রয়েছে তার গুনাহের কাফফারা হবে আর যার গুনাহ নেই আশুরার রোযা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। (ফাযায়েলুল আওকাত: বায়হাকী)

মোট কথা, আশুরার দিনের রোযা হল এক বছরের রোযাতুল্য।

এই হল আশুরার রোজা রাখার তাৎপর্য। এক বছরের প্যাকেজ ছওয়াব চাইলে আপনিও রোজা রাখতে পারেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাস্যকর কারণে এই দিনটা মুসলিম মতে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করছি:

১. এই দিনে পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদমকে সৃষ্টি করে আল্লাহ।

২. এই দিনে আল্লাহ নবীদেরকে স্ব স্ব শত্রুর হাত থেকে আশ্রয় প্রদান করেন।

৩. এই দিনে আল্লাহ নবী মুসা (আঃ) এর শত্রু ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মারেন।

৪. এই দিনে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাতি হোসেনকে হত্যা করা হয়।

৫. এই দিনে নূহ (আঃ) তার নৌকা নিয়ে ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৬. এই ১০ মুহররম তারিখে আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেন।

৭. এই দিনে নবী ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার পেয়েছেলেন।

৮. এই দিনে নবী আইয়ুব (আঃ) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

৯. এদিন আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়ে যান।

১০. হাদিসে আছে, এই দিন কেয়ামত হবে।

নীলনদের কাছে খলিফা ওমরের চিঠি

আপনারা কি জানেন, মিসরের নীলনদ যখন পানিশূন্য হয়ে পড়েছিল, তখন খলীফা ওমর নীলনদের কাছে একটা চিঠি লেখেন এবং ওই চিঠি পাবার পর থেকে নীলনদে পানি প্রবাহ কোনোদিন বন্ধ হয়নি? নিম্নে বিস্তারিত দিলাম:

২০ হিজরী সনে দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম মিসর বিজিত হয়। মিসরে তখন প্রবল খরা। নীলনদ পানি শূন্য হয়ে পড়েছে। সেনাপতি আমরের নিকট সেখানকার অধিবাসীরা অভিযোগ তুলল, হে আমর! নীলনদ তো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন ছাড়া প্রবাহিত হয় না। তিনি বললেন, সেটা কি? তারা বলল, এ মাসের ১৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা কোন এক সুন্দরী যুবতীকে নির্বাচন করব। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে রাজী করিয়ে তাকে সুন্দরতম অলংকারাদি ও উত্তম পোষাক পরিধান করানোর পর নীলনদে নিক্ষেপ করব। আমর ইবনুল আছ তাদেরকে বললেন, ইসলামে এ কাজের কোন অনুমোদন নেই। কেননা ইসলাম প্রাচীন সব জাহেলী রীতি-নীতিকে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর তারা পর পর তিন মাস পানির অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। কিন্তু নীলনদের পানিতে হরাস-বৃদ্ধি কিছুই পরিলক্ষিত হ'ল না। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীরা দেশত্যাগের কথা চিন্তা করতে লাগল। এ দুর্যোগময় অবস্থা দৃষ্টে সেনাপতি আমর ইবনুল আছ খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পত্র প্রেরণ করলেন। উত্তরে ওমর (রাঃ) লিখলেন, হে আমর! তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। আমি এ পত্রের মাঝে একটি পৃষ্ঠা প্রেরণ করলাম, যা তুমি নীলনদে নিক্ষেপ করবে।' ওমরের পত্র যখন আমরের নিকটে পৌছাল, তখন তিনি পত্রটি খুলে তাতে এ বাক্যগুলি লিখিত দেখলেন, من عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ إِلَى نيل مصر أما بعد فَإِن كنت تجرى من قبلك فَلاَ تجر وَإِن كَانَ الله الْوَاحِد القهار هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجْرِيَكَ 'আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের প্রতি। যদি তুমি নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে

থাক, তবে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি একক সত্তা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করান, তবে আমরা আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন।' অতঃপর আমর (রাঃ) পত্রটি নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। পর দিন শনিবার সকালে মিসরবাসী দেখল, আল্লাহ তা'আলা এক রাত্রে নীলনদের পানিকে ১৬ গজ উচ্চতায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তারপর থেকে আজও পর্যন্ত নীলনদ প্রবাহিতই রয়েছে। কখনো শুষ্ক হয়নি।

(আল-বিদায়াহ ৭/১০০; তারীখু দিমাশক ৪৪/৩৩৭; তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা ২/৩২৬)

যতো দোষ, লক্ষ্মী ঘোষ

আপনি কি জানেন, পৃথিবীতে এই যে এতো দুঃখ-কষ্ট, তার কারণ কী? তার একমাত্র কারণ হল নারী। সমস্ত শান্তশিষ্ট নারী সমাজের প্রতিনিধি মা লক্ষ্মী নারীদের বেশ কিছু দোষকে পৃথিবীর সমস্ত কষ্টের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্ত দোষ নিম্নরূপ:

১. নারীর উচ্চকণ্ঠে হাসাহাসি।

২. লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যার-তার সামনে যখন-তখন ঘর থেকে বাহির হওয়া।

৩. সন্ধ্যার সময় নিদ্রা যাওয়া।

৪. শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা না করে নিজের ইচ্ছায় থাকা।

৫. বাসায় অতিথি দেখলে কষ্ট পাওয়া।

৬. স্বামীর খাওয়ার আগেই নিজে খাওয়া।

৭. স্বামীর কথা না শুনে স্বামীকে অপমান করা।

৮. রান্নাবান্না, ঘরকন্না ছেড়ে দেয়া।

৯. পুরুষের সাথে পরিহাস করে সময় কাটানো।

১০. সত্য না বলে সব সময় মিথ্যা বলা।

নিম্নে 'লক্ষ্মীর পাঁচালি' থেকে উল্লেখ করছি।

লক্ষ্মীর পাঁচালিতে নারদ যখন পৃথিবীর কষ্টের কারণ জানতে চাইলেন,লক্ষ্মী দেবী বললেন:

উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা কহে নারীগন

সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় বেহোস নয়ন
দয়ামায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জ্জন
যেথায় সসেথায় তারা করেন গমন
শ্বশুর শ্বাশুড়িগণে না করে আদর
থাকিতে চাহেগো সদা হয় সতন্তর
অতিথি দেখিল তারা কষ্ট পায় মনে
স্বামীর অগ্রেতে খায় যত নারীগণে
পতিরে করিছে হেলা না শুনে বচন
ছাড়িয়াছে গৃহস্থালি ছেড়েছে রন্ধন
পুরুষের পরিহাসে সময় কাটায়
মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা কভু নাহি কয়
সতত তাহারা মোরে জ্বালাতন করে
চপলার প্রায় তাই ফিরি দ্বারে দ্বারে-

ছহীহ ইছলামী ছাদী-মোবারক ছাইট

আমার প্রিয় বাংলাদেশী মুসলমান ভাইয়েরা, অনেক কষ্টে আপনাদের জন্য খুঁজে পেলাম একটা পিওর ইসলামী ম্যাচমেকিং ওয়েবসাইট। এই সাইটের বিজ্ঞাপন হল এই রকম: "এবার বাংলাদেশীদের জন্যও চালু হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ হালাল ম্যাচ মেকিং ওয়েবসাইট "পিওর ম্যাট্রিমনি।"

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এটা কীভাবে হালাল? তাঁদের বিজ্ঞাপন দেখলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। নিচে বিজ্ঞাপন থেকে প্রয়োজনীয় কিছু অংশ আমি হুবহু কপি করছি।

১. অন্যান্য ম্যাট্রিমৌনিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ভিন্ন আমাদের এই ওয়েবসাইট ইসলামি আকীদাহ্ অনুযায়ী পরিচালনার লক্ষ্যে আমাদের প্রবর্তিত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের পুরো ওয়েবসাইটটা পুরো ব্যাপারটাই কোরআনের "...সুচরিত্র নারী সুচরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সুচরিত্র পুরুষ সুচরিত্র নারীর জন্যে..." [সূরা নূর; ২৪:২৬]-এই আয়াত ভিত্তিক।

২. এই ওয়েবসাইটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ভীরু মুসলিমদেরকে তাদের নিজেদের সাথে মানানসই জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পেতে সহায়তা করা। বাণিজ্যিক স্বার্থকে পুঁজি করে গণহারে শুধু নামধারী মুসলিমদের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এমন হাজারো ওয়েবসাইট আছে যারা এই কাজটিই করে যাচ্ছে।

৩. দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ তথাকথিত “মুসলিম ম্যাচ মেকিং” ওয়েবসাইটগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি হল বাণিজ্যিক। ফলে ওয়েবসাইটগুলোর সবকিছু ইসলামি মুল্যবোধের আলোকে হচ্ছে কিনা তা তারা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে না। আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই হল এমন একটি অনলাইন ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট যার সবকিছুই হবে ইসলামি শারীয়াহ্ মোতাবেক এবং এ জাতীয় অন্যান্য সকল ওয়েবসাইটের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

৪. তাহলে কিভাবে আমরা এটাকে পবিত্র রাখি?

অবিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় আমরা তাদেরকে তাদের অভিভাবকের পূর্ণ ও বিস্তারিত ঠিকানা পূরণ করার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করি। অন্যান্য ওয়েবসাইটগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকতার খাতিরেই মেয়েদেরকে তাদের অভিভাবকদের সম্পর্কে তথ্য দেয়ার কথা বলে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি আলাদা এবং এ ব্যাপারে আমরা একধাপ এগিয়ে। আমাদের এখানে মেয়ের অভিভাবক চাইলে জানতে পারবেন তাদের মেয়েটি ঠিক কখন, কার সাথে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মেসেজ আদান-প্রদান করছে!

৫. পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন মুসলিম নারী ও পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার জন্য এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরামর্শের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের পরিশোধিত সদস্যরাও অন্য কোন সদস্যের ব্যক্তিগত প্রোফাইল ইমেজ দেখতে পারবেন না।;) তবে কোন আগ্রহী প্রকৃত প্রার্থী আপনার ছবি দেখতে চাইলে দেখতে পারবেন যদি আপনি তার অনুরোধ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার গোপনীয়তা এবং শালীনতা বজায় রাখা হবে এবং সম্ভাব্য প্রার্থীরাই কেবল আপনার ছবি দেখতে পারবেন এবং সর্বদায় পুরো ব্যাপারটি আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

আমরা এই বিষয়টিকে কোন সীমাব্ধতা হিসেবে দেখি না, বরং একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার শালীনতা রক্ষা করার এটা একটা উপায় মাত্র।

৬. ইসলামে নিষিদ্ধ এমন কোন কিছুর সংঘটনের প্রতি সামান্যমত উৎসাহমূলক কোন কিছুকে আমরা কোনভাবেই বরদাস্ত করব না। যদি এখনো বুঝে না থাকেন তাহলে আবারো বলছি এটা কোন ডেটিং ওয়েবসাইট নয়; সুতরাং, সাবধান!!! 

৭. বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় আলাপ বন্ধ রাখার খাতিরেই আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা সরাসরি চ্যাট রুমের কোন ব্যবস্থা রাখিনি। তবে আপনার মত অন্য কোন্ কোন্ সদস্য অনলাইনে আছেন তা বুঝতে পারবেন এবং নিজের নাম উল্লেখ না করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাদের ইনবক্সে মেসেজ পাঠাতে পারবেন।

৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যখনই একজন গাইরে-মাহ্‌রাম পুরুষ ও একজন নারী নির্জনে সাক্ষাৎ করে, নিশ্চিতভাবে তৃতীয় জন হিসেবে তাদের সাথে শয়তান যোগ দিয়ে থাকে।" [তিরমিজি]। এই হাদীসের আলোকে এবং শয়তানকে দূরে রাখার জন্য আমরা এটি নিশ্চিত করি যে প্রতিটি মেসেজই তৃতীয় কোন পক্ষ যাচাই করে দেখছেন যেমনঃ সাইট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

৯. যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয়। অন্যান্য ওয়েবসাইটের মত আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন নয়। বরং ইসলামি আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীন থেকে পবিত্র মানুষগুলোকে বিয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করা। কাজেই আপনাদের মেম্বারশীপ ফি থেকে আসা লভ্যাংশের ৫০% বেশী টাকা সরাসরি চলে যাই যাকাতের খাতে। হ্যাঁ, পরিমাণটা ৫০% এর কম নয়। সুতরাং, একথা জানার পর আপনি এখন এই

ওয়েবসাইটে যোগ দিতে পারেন যে, একজন স্বামী বা স্ত্রী খোঁজার ক্ষেত্রে পেশাগত সেবা পাওয়ার পাশাপাশি যাকাত প্রদানের মাধ্যমে আপনি আপনার সম্পদকে পবিত্র করছেন।

১০. আমদের ওয়েবসাইটই প্রথম ওয়েবসাইট যেখানে ডিফল্ট হিসেবে সকল ব্যক্তিগত প্রোফাইল ইমেজকে লুকায়িত রাখা হয় এবং আপনিই সিদ্ধান্ত নেন কে আপনার ব্যক্তিগত প্রোফাইল ইমেজ দেখতে পারবে। অন্যান্য ওয়েবসাইটের মত না হয়ে আমরা আপনার অনুমতি ছাড়া আমাদের পরিশোধিত সদস্যদেরকেও আপনার ছবি দেখার অনুমতি দেয় না। আপনার পছন্দের মানদণ্ডের সাথে মেলে না এমন কেউ কেন আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার ব্যক্তিগত ছবি দেখবে? আপনার শালীনতা রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা যাতে প্রকৃত প্রার্থীরাই কেবল ইসলামি বিধান অনুযায়ী আপনার ছবি দেখতে পারেন।

১১. "উচ্চতা", "ওজন" অথবা "চোখের রং" ইত্যাদি বিষয়ে চটুল প্রশ্নের পরিবর্তে পিওর ম্যাট্রিমনি আপনাকে এমন কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় যা আপনাকে প্রোফাইলের আড়ালের মানুষটিকে আরো ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। বাড়ীর বাইরে মেয়েদের কাজ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? কিংবা শিক্ষার ব্যাপারে আপনি কি ভাবেন? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা বিষয়ের আরো গভীরে গিয়ে থাকি।

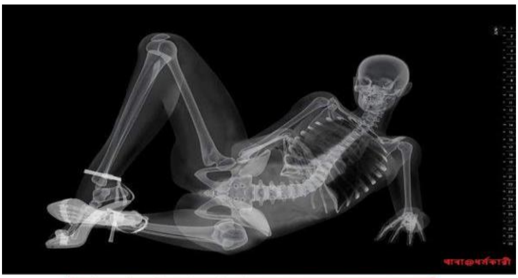
কী, ওয়েব সাইটের লিংক পেতে ইচ্ছা করছে? তাহলে এই নিন।

ইছলামী বিগ্যানের আরেকটি নিদর্শন

আপনারা অনেকেই জানেন যে, ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম রন্টজেন রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি একজন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার নামানুসারে রঞ্জন রশ্মিও বলা হয়।

কিন্তু আপনারা কেউ জানেন না যে, উইলিয়াম রন্টজেন যে রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করেন, তা তিনি ইসলাম থেকে চুরি করেন। ১৪০০ বছর আগেই আমাদের নবী এই রঞ্জন রশ্মির কথা বলে গেছেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
‘প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। আর যারা তাদের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা উর্ধাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের চেয়েও বেশী আলোকিত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে এমন দুজন স্ত্রী, যাদের শরীরের মাংস ভেদ করে তার অভ্যন্তরীণ অস্থি-মজ্জাও দেখা যাবে। আর জান্নাতে কেউই অবিবাহিত থাকবে না।’ [মুসলিম : ২৮৩৪, ইবনু মাজাহ : ৪৩৩৩]



হাদিসঃ-[উক্ত স্ত্রীর সৌন্দর্য ও উজ্জলতা এমন হবে যে,] পোশাক ও অলংকার ভেদ করে তার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

বেহেস্তী সানি লিওন। ভেস্তে গিয়া কে এই হুরী থুক্কু হরর শো দেখতে চান হাত তোলেন, অন্যকেও হাত তুলতে বাধ্য করেন... আমরা দেইখা হাসতে হাসতে কুটি কুটি হই।

সৌজন্য: **থাবা বাবা**

সবাই জোরে বলুন: সুবানাল্লাহ।

আকিকার ফাঁকি কার ভাগে

আকিকা শব্দের অভিধানিক অর্থ খাটি বাংলায় করলে আসে - জবাই করা পশু। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যে প্রাণীকে জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলে। ইসলামের পরিভাষায় আকিকার تعريف العقيقة অর্থ: সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আল্লাহর শুকরিয়া ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে পশু জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলা হয়। এর মাধ্যমে সন্তানের বালা-মুসিবত দূর হয় এবং যাবতীয় আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

এভাবে আমরা জানলাম যে, এক প্রাণীর জন্মগ্রহণে তার নাম রাখার জন্য অন্য প্রাণী অপ্রয়োজনে হত্যা করা হল আকিকা। যাঁরা তাদের সন্তানকে আকিকা করানোর কথা ভাবছেন, তাঁদের বলছি, নবীজিও ছোট থাকতে আকিকা করেননি। যখন তিনি নবুয়াত লাভ করেন, তখন তিনি নিজের আকিকা নিজেই করেন। এ বিষয়ে হাদিসটি নিম্নে দিচ্ছি। আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق نفسه بعد البعثة)

“ নবী (সাঃ) নবুওয়াত পাওয়ার পর নিজের আকীকা নিজে করেছেন”। (বায়হাকী) তাই আপনার শিশুকে বড় হতে দেন, সে তার নিজের নাম নিজে আকিকা দিয়ে রাখলে গুনাহ হবার কিছু নেই বরং সুন্নত হবে।

ইসলাম যেহেতু নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে (), তাই আকিকার ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের অধিকার একেবারেই সমান। আকিকার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, ছেলে সন্তান হলে দু'টি দুম্বা বা ছাগল, আর মেয়ে সন্তান হলে একটি দুম্বা বা ছাগল দিয়ে আকীকা করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)

“ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু‘টি সমবয়সের ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দিয়ে আকীকা দিতে হবে। (আহমাদ ও তিরমিজী)

আবার ছেলের ক্ষেত্রে আপনি একটি উট, দুম্বা বা গরু দিয়েও আকিকা করতে পারেন, কিন্তু মেয়ে সন্তানদের বেলায় এটি প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে একটি হাদিস পেলাম ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসান এবং হুসাইসের পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা আকীকা করেছেন। (আবু দাউদ)

তবে যে কেউ কোরবানির সময় আকিকা করতে পারেন। এক্ষেত্রেও ইসলাম নারী-পুরুষের সমতা বিধান করে। ইসলাম বিধান মতে - কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে।

এবার বলুন, ইসলাম ছাড়া নারী-পুরুষের এই রকম সমান অধিকার কি কখনও সম্ভব?

ক্রিকেট একটি হারাম খেলা!

গত ২৫ শে মার্চ বাংলা নিউজে কণ্ঠশিল্পী আরেফিন রুমির একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় "বাংলাদেশের আল্লাহ খোদার নাম নিয়ে খেলা উচিত" শিরোনামে। মতিকণ্ঠ স্টাইলে শিরোনাম দেখে নিউজের মধ্যে গিয়ে আরও অবাক হলাম, আল্লাহার নাম নিয়ে খেলা প্রসঙ্গে আরেফিন রুমি বলেছেন:

বাংলাদেশের আর একটি সমস্যা হলো মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও আমরা ইবাদত করি না। অন্যান্য দেশ যেমন পাকিস্তানিরা যেমনই হোক না কেন মাঠেই তারা নামাজ পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ ইবাদত না করে খেলাটাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি মনে করি মুসলমান জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আল্লাহ খোদার নাম নিয়ে খেলা উচিত।

যা বুঝলাম, আরেফিন রুমি প্রতি ওয়াকথু নামাজ পড়ার দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মাঠে বসেই পাকিস্তানী ক্রিকেটারদের মতো নামাজ পড়তে উৎসাহিত করছেন। রুমির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক গুঞ্জন আছে। যেমন তার ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইল, বিয়ের সংখ্যা, মেয়েঘটিত ব্যপার প্রভৃতি। তবে কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলে করে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হালকা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু যুক্তিবাদী মনে তারপরও কিছু প্রশ্ন চলে আসে। যেমন:

- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ভারত বা শ্রীলংকার মতো দলগুলো আল্লাহ-খোদার নাম না নিয়েও এতো ভালো খেলে কীভাবে?

- যদি প্রতিপক্ষ দুই দলই আল্লাহ-খোদার নাম নেয়, তাহলে আল্লাহ কোন পক্ষে যাবে? যেমন আফগানিস্তান ও পাকিস্তান যদি আল্লাহ-খোদার নাম নিয়ে শুরু করে তাহলে আল্লাহ কী করবে?

- বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হবার পরেও আল্লাহ-খোদার নাম না নেয়ার ফলে ভালো ফলাফল করতে পারছে না! তার মানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান কি কোনো দলের সাথে হারে না?

এসব প্রশ্ন নাহয় রুমির জন্য। তবে আমার মন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যখন হুজুর ও ধার্মিকদের ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ দেখি। ২০ বছর আগেও বাংলাদেশে মোল্লারা ক্রিকেট বুঝতো না বললেই চলে, জাগতিক এইসব দিকে নজর না দিয়ে তারা পরকালের উন্নয়নে ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু ইদানীং পাকিস্তানকে সাপোর্ট করতে গিয়ে একদল নব্য মোল্লাদের আবির্ভাব হয়েছে, যারা ক্রিকেটের মতো শয়তানী খেলায় নষ্ট করছে সময়। ক্রিকেটকে 'ওয়েস্ট অফ টাইম' আমি বলিনি, বলেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব জাকির নায়েক। অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ ক্রিকেটকে হারাম বললেও জাকির নায়েক টেকনিক্যালি ব্যপারটি এড়িয়ে গিয়ে ওয়েস্ট অফ টাইম এবং না দেখা/খেলাই উচিত বলেছেন। জাকির নায়েকের ভিডিও লিংক।

তবে জাকির নায়েক ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেও অনেক ইসলামিক চিন্তাবিদ এটিকে এড়িয়ে যাননি। আমরা এখন এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করবো। ইসলামে একটি বড় বিতর্ক হলো - ক্রিকেট খেলা বা দেখা কি হারাম? প্রশ্নটা সম্পর্কে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদের মন্তব্য হলো - অবশ্যই এটি হারাম। ক্রিকেট যে একটি হারাম খেলা, এই বিষয়ে তারা প্রচুর যুক্তিও দিয়েছেন, যা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। নিম্নে তাদের যুক্তিগুলো আমি আমার ভাষায় সাজালাম, এগুলো পড়ে পাঠকই সিদ্ধান্ত নেবেন - ক্রিকেট খেলা হালাল নাকি হারাম।

প্রথমত - আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন:

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ
[البقر ٢٠٨)

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।" [সুরা বাকারা, ২০৮]

এখন কথা হলো, ক্রিকেটের মতো খেলাটি কিন্তু বিধর্মী শয়তানদের মাথা থেকেই বের হয়েছে। বিধর্মীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ধরণের খেলা একজন মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কীভাবে?

দ্বিতীয়ত - ক্রিকেট একটা দীর্ঘ সময়ের খেলা। বিশেষ করে টেস্ট ও ওয়ানডে খেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়াক্তের নামাজকে অবহেলা করা হয়। ইতিমধ্যেই নামাজের বিরতি বলে একটি বিরতি দেবার দাবি উঠলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে তা ধোপে টেকেনি, কারণ পাকিস্তান ব্যতিরেকে ক্রিকেটের দাদাগিরি এখনো বিধর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। এজন্য অনেক পাকিস্তান ক্রিকেটারকে মাঝেমধ্যে পানিপানের বিরতির সময় মাঠে বসেই নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। নামাজ রেখে ক্রিকেট খেলা বা দেখা কোনোটাই কিন্তু ইসলাম স্বীকার করে না।

ছোটকালে ইসলাম শিক্ষায় শিখেছিলাম: "নামাযকে বলো না আমার কাজ আছে, বরং কাজকে বলো আমার নামায আছে।" এই কাজ বলতে যে কোনো ধরনের কাজ হতে পারে, সেটা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, নামাজের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। আর এক ওয়াক্ত নামাজ ক্বাযা করলেও রয়েছে দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকার মতো শাস্তি, নিম্নে এই বিষয়ে কিছু হাদিস উল্লেখ করছি।

নবী করীম সা. বলেন:

¬-من ترك الصلواة حتي مضى وقتها ثم قضي عذب في النار حقبا

“যে ব্যক্তি নামায এমনিভাবে ছেড়ে দেয় যে, উহার ওয়াক্ত চলে যায়। অতঃপর ক্বাজা আদায় করে দেয়। তবুও যথাসময়ে না পড়ার দরূন এক ‘হোকবা’ পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" (প্রতি ‘হোকবার’ পরিমাণ পৃথিবীর দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর)। [মাজালিসুল আবরার]

হাদিস শরীফে রয়েছে:

যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তায়া’লা তাকে চৌদ্দ প্রকার শাস্তি প্রদান করেন। এরমধ্যে পাঁচ প্রকার শাস্তি দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়ে, তিন প্রকার শাস্তি কবরে, তিন প্রকার কিয়ামতের দিন - এই মোট ১৪ প্রকার শাস্তি।

দুনিয়ায় পাঁচ প্রকার শাস্তি:

১. তার জীবন ও জীবিকার বরকত কেড়ে নেয়া হবে।

২. তার চেহারা হতে নূর মুছে ফেলা হবে।

৩. সে যে কোনো নেক আমল করুক আল্লাহ তায়া’লা তাতে কোন ছওয়াব দান করেন না।

৪. তার কোন দো’য়াই কবুল হয় না।

৫. নেককারদের দো’য়ার বরকত হতে বঞ্চিত থাকে।

মৃত্যুকালীন তিন প্রকার শাস্তি:

১. অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরন করবে।

৩. চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। যদি সমস্ত পৃথিবীর সাগরের পানিও তাকে পান করান হয়, তবুও তার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হবে না।

কবরের তিন প্রকার শাস্তি:

১. তার কবর এত সংকীর্ণ করা হবে যে, তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়।

২. তার কবরে আগুন জ্বালানো হয়, সে উহার শিখার উপর দিনরাত উলট-পালট অবস্থায় দগ্ধ হতে থাকে।

৩. তার কবরে একটি ভয়ংকর বিষধর অজগর নিয়োগ করা হবে। যার চোখ দু'টি আগুনের এবং নখরগুলি লোহার তৈরী হবে। অজগরটি বজ্রের ন্যায় আওয়াজ দেবে এবং মৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টা রাতদিন কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

কিয়ামতের তিন প্রকার শাস্তি:

১. অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাবে বেনামাযীর হিসাব নেয়া হবে।

২. তার উপর আল্লাহর শাস্তি হবে।

৩. অত্যন্ত অপমানের সাথে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এইবার আপনারাই বলুন, নামাজকে অবহেলা করে এই ধরনের বিধর্মীদের সারা দিনরাতব্যাপী খেলা কি কখনো হালাল হতে পারে?

তৃতীয়ত - ক্রিকেট এখন আর নিছক খেলা নেই, এটা নিয়ে চলে এখন ভাগ্যপরীক্ষা অর্থাৎ জুয়াখেলা। টি টুয়েন্টি ফরম্যাট এসে সাম্প্রতিক সময়ে এই জুয়াখেলা অধিক হারে বেড়েই চলছে। প্রতি ওভারে, প্রতি প্লেয়ারে আজকাল বাজি ধরে জুয়াখেলা হচ্ছে। অবশ্যই ইসলামে জুয়াখেলা একটি হারাম ও ঘৃণিত কাজ, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থত - নারীদের ক্রিকেট নামে আজকাল এক ধরণের ক্রিকেট বের হয়েছে যা ইসলামের মারাত্মক লজ্ঘন। ইসলাম কোনো সময় এভাবে বেপর্দা হয়ে নারীদের বেলাল্লাপানা খেলাধুলাকে সমর্থন করে না। ইসলাম ও মহিলা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে

প্রাসঙ্গিক কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করছি, যা কোনোভাবেই বেপর্দা হয়ে নারী ক্রিকেটকে সমর্থন করে না।

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابآئهن او ابآء بعولتهن او ابنآئهن او ابنآء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التبعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفط الذين لم يظهروا على عورت النساء

"তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।" (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

قل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها

"হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

"তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" ... (সূরা নূর : ৩১)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী হল সতর তথা আবৃত থাকার বস্তু। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহতাআলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে। -(আলমুজামুল আওসাত, তবারানী)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা অতিক্রম করত। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি চলে আসত তখন আমাদের সকলেই চেহারার ওপর ওড়না টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম। - (মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০; ইবনে মাজাহ)

পঞ্চমত - ক্রিকেট এখন নাচ-গান ও বাজনার বড় উৎস। আইপিএল এর মতো বড় বড় আসরে চিয়ার্স গার্লরা স্বল্প কাপড় পড়ে যেভাবে নাচ-গান করে, তা কোনোভাবেই ইসলামসম্মত নয়। এবারের আসরের চার ছক্কার হৈ হৈ ফ্ল্যাশ মব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একসাথে বেলাল্লাপানা কি ইসলামসম্মত? মোটেও না! আবার অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ঢোল আকৃতির বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজাতে থাকে, যার কোনোটাই ইসলাম স্বীকার করে না।

ষষ্ঠত - দর্শকের জন্য গ্যালারি নির্মাণ কখনোই ইসলামে মেনে করা হয় না। শরিয়া আইন মেনে গ্যালারি নির্মাণ হলে পুরুষ ও নারীর আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকতো। নারীদের বসার জায়গায় অবশ্যই পর্দার ব্যবস্থা থাকতো। তাছাড়া প্রত্যেক নারীর পর্দা করে আসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হতো। কিন্তু হায়, ইদানীং গ্যালারীতে যা হয়, তা এক কথায় ইসলামের আদেশের লঙ্ঘন।

সপ্তমত - চার-ছক্কা মারলেই বা উইকেট পড়লেই নারী-পুরুষ যেভাবে একসাথে নাচানাচি শুরু করে, তা ইসলামের কোথায় রয়েছে? ইসলাম কখনোই এসবকে অনুমোদন দেয় না।

অষ্টমত - অনেকেই দেখি খেলার সময় রং দিয়ে শরীরে উল্কি অংকন করে, যা ইসলামে হারাম। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুযাইফা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন

যে, নূরে মুজাসসাম হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি রক্ত বিক্রির বিনিময়ে মূল্য, কুকুর বিক্রয়লব্ধ মূল্য এবং ব্যভিচারের বিনিময় গ্রহণ হতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, উল্কি অঙ্কনকারী, যে নারী উল্কি অঙ্কন করায় এবং যে ছবি উঠায় তাদের সকলকে লা'নত করেছেন।" (বুখারী শরীফ)

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা কি প্রতীয়মান হয় না যে, ক্রিকেট একটি হারাম খেলা? দাবা খেলার মতো অভিজাত একটি খেলাকে যদি ইসলামে হারাম করা হয়, তাহলে ক্রিকেট কোন দিক থেকে হালাল? নবী বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি এই ধরনের কোনো খেলার কথা জানতেন, তাহলে অবশ্যই তা নিষিদ্ধ করে যেতেন।

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০১

(সিরিজের নামে পাঁচটি বিশেষ্যপদ ব্যবহার করা হলেও শব্দসংখ্যা আসলে ন'টি: ধর্ম, কর্ম, কাণ্ড, কীর্তি, কাহিনী, ধর্মকর্ম, কর্মকাণ্ড, কাণ্ডকীর্তি ও কীর্তিকাহিনী। বিসমিল্যা বলে আল্যার নামে শুরু হলো যাত্রা শুরু হলো ধর্মকারীর আরও একটি সিরিজ। - ধর্মপচারক)

প্রার্থনার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গের সকল সমস্যার সমাধান

আপনার পুরুষাঙ্গ কি অপেক্ষাকৃত ছোট?
আপনি কি যৌনমিলনে তৃপ্তি দিতে অক্ষম?
আপনি কি আপনার স্ত্রী, প্রেমিকা বা বান্ধবীর সামনে একাধিকবার লজ্জিত হয়েছেন?

ওপরের এই সব সমস্যার জন্য আপনি এতদিন বিভিন্ন ধরনের হারবাল, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি খেয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তবে বিজ্ঞানের নামে এই জাতীয় ভণ্ডামি আর নয়। এবার প্রার্থনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের নামে আপনি যে কোনো যৌনসমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। উল্লেখ্য, ঈশ্বরের কাছে আপনার যৌনাঙ্গের জন্য আপনার নিজেকে প্রার্থনা করতে হবে না, প্রার্থনা করবেন আপনার হয়ে প্রফেট মাকিনডুয়া। তবে আপনার পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তার জন্য অবশ্যই জেসাস ও ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।



প্রফেট মাকিনডুয়া বিশেষ অঙ্গটিকে কতো বড় করতে পারেন, তা হস্ত দ্বারা নির্দেশ করছেন

প্রফেট মাকিনডুয়ার পুরো নাম ইমানুয়েল মাকিনডুয়া, যিনি নামিবিয়ার ইউনাইটেড ফ্যামিলি ইন্টারন্যাশনাল চার্চের নেতা। তবে ইতোমধ্যেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন প্রার্থনার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গের যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। প্রফেট মাকিনডুয়া নিজেকে পবিত্র আত্মার (holy spirit) কর্মসম্পাদনের হাতিয়ার বলে দাবি করেছেন। একজন প্রফেট হিসেবে তিনি যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পেরেছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ছোট পুরুষাঙ্গকে প্রার্থনার মাধ্যমে দীর্ঘ ও দৃঢ় করা।

এছাড়া তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে এইচআইভি, এইডসসহ যে কোনো যৌনসংক্রামিত রোগ ভালো করার দাবি করেন। তবে এক্ষেত্রে রোগীর অবশ্যই যিশুর ওপরে বিশ্বাস থাকতে হবে বলে আবারও সতর্ক করে দেন প্রফেট মাকিনডুয়া। তার এই অলৌকিক কীর্তি সম্পর্কে আরও জানতে আপনারা গুগলে Penis Enlargement Miracle লিখে অন্বেষণ করলেই পাবেন মজার মজার তথ্য।

প্রফেট মাকিনডুয়ার কাছে যেতে আগ্রহী আছেন নাকি কেউ?

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০২

সর্বরোগের মহৌষধ - গোমাতার পবিত্র মূত্র

ভারতের আগ্রাতে প্রচুর মানুষ ডি ডি সিজ্ঘাল-এর গোয়াল ঘরে জড়ো হয়েছে এক গ্লাস ফ্রেশ গোমাতার পবিত্র মূত্র পানের প্রত্যাশায়। জয়রাম সিজ্ঘাল (৪২) দশ বছর ধরে গোমূত্র পান করে এসেছেন। তিনি দাবি করেন, গোমূত্র শুধু সমস্ত প্রকার রোগ থেকে মুক্তই করে না, এটি সুস্বাদুও বটে।

হিন্দু বিশ্বাসীরা গরুকে পবিত্র দেবতা মনে করে এবং যে কোনো অসুখ থেকে সুস্থ করার উপাদান গোমূত্রের মধ্যে আছে বলেই তাদের বিশ্বাস। হিন্দুদের মধ্যে গরুপূজারিরা দাবি করে যে, গোমূত্র পানে ক্যান্সারসহ সমস্ত রকমের রোগ-বালাই থেকে সুস্থ হওয়া যায়। জয়রাম বলেন, "আমার ডায়াবেটিস ছিলো, কিন্তু যখন থেকে আমি গোমূত্র পান করা শুরু করি, তখন থেকে আমার ডায়াবেটিস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোমূত্র শরীরের সমস্ত রোগের মহৌষধ।"



সিজ্ঘাল বলেন, ১২ বছরের অধিক সময় ধরে আমরা গোমূত্র পান করে আসছি, সকালে উঠেই আমাদের প্রথম কাজ হলো গোমাতার মূত্র পান করা। সকালে আমরা একসাথেই জড়ো হই এবং ভাগাভাগি করে যেটুকু গোমাতার পবিত্র মূত্র পেয়ে থাকি, তা পান করি। কয়েক বছর আগেও খুব কম মানুষ ছিলো, যারা গোমাতার মূত্র খেতে পছন্দ করতো, তবে আমরা এটাকে এই এলাকায় আস্তে আস্তে জনপ্রিয় করে তুলি।



আমরা এখন প্রায় সবাই কমবেশি গোমূত্র পান করি, ইতোমধ্যেই একজন ক্যান্সার রোগী এই গোমূত্র পান করে উপকার পেয়েছেন। এই এলাকার আধ্যাত্মিক নেতারা ইতোমধ্যে গোমাতার পবিত্র মূত্র পান করার ওপরে গুরুত্ব প্রদান করে প্রচারণা চালাচ্ছেন। অনুসারীরা যারা গোমাতার মূত্র পান করেন, তাঁরা দাবি করেন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, টিউমার ও তলপেটের যে কোনো সমস্যা সমাধানে গোমাতার মূত্র চমৎকার কাজ করে। এমনকি টাক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গোমূত্র চমৎকার ফলাফল দিয়ে থাকে।



হিন্দু পুরোহিত রমেশ গুপ্ত বলেন, "এই মহাবিশ্বে ২ টি জিনিষ একমাত্র বিশুদ্ধ, একটি হলো গঙ্গা মায়ের পবিত্র জল এবং অন্যটি হলো গোমাতার পবিত্র মূত্র। সনাতন ধর্মগ্রন্থে গোমাতার মূত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। মানবশরীরে গোমূত্রের উপকারিতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। গোমাতার মূত্র সংগ্রহে সর্বোৎকৃষ্ট সময় হলো সূর্যোদয়ের পূর্বে, যার কার্যকারিতা তখন থাকে সব থেকে বেশি। এছাড়া মূত্র সংগ্রহের জন্য ভার্জিন মেয়ে গরু সবচেয়ে পবিত্র, যার এখনো বাচ্চা হয়নি।"

যদিও গ্রামে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা গোমাতার মূত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। এমনকি ধর্মগুরুদের ক্রমাগত প্রচারের পরেও তারা কখনোই গোমূত্র পান করেননি। এ বিষয়ে সিঙ্ঘাল বলেন, অনেক লোক এখনো গোমাতার মূত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁরা গোমাতার মূত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। একটা সময় অবশ্যই আসবে, যখন তাঁরা সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।



সিজ্ঘাল আরও বলেন, বাণিজ্যিকভাবে আমরা গোমাতার মূত্র প্রোসেসিং করে বিপণনের চিন্তা করছি। কারণ সবার পক্ষে গোমাতার পবিত্র মূত্র পান করা সম্ভব হয় না। যেভাবে টুথপেস্ট, সাবান বা পাউডার বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করা হয়, সেভাবে গোমাতার পবিত্র মূত্রও বিক্রয় করা সম্ভব। অনেক গোয়ালাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে। আর এই জিনিসের চাহিদাও রয়েছে, আবার পুণ্য অর্জনও হবে। *(সূত্র – ডেইলি মেইল)*

গোমাতার পবিত্র মূত্র পানের পবিত্র দৃশের ভিডিও দেখতে ক্লিক করুন।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৩

ক্রুশপাতে মৃত্যু

১৯৯৮ সালে ইটালির একটি গ্রামে দ্বিতীয় জন পল যখন বেড়াতে গিয়েছিলো, তখন তার সম্মানে একটি ক্রুশঅট্টালিকা নির্মাণ করে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। ভারী কাঠ ও কংক্রিট নির্মিত ১০০ ফুট উচু এই ক্রুশঅট্টালিকাটি ছিল ঐ গ্রামের খ্রিষ্টীয় ধর্মান্ধদের গর্বের প্রতীক।

একটি মহৎ (!) অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এই বৃহৎ ক্রুশঅট্টালিকার সামনে দাড়িয়ে বন্ধুদের নিয়ে ছবি তুলছিলেন ২১ বছর বয়সী মারকো গুসমিনি। এমন সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্রুশঅট্টালিকাটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়। এতে মারকোর কয়েকজন বন্ধু আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেও মারকো চলে যান না-ফেরার দেশে।



ক্রুশঅট্টালিকার সাথে সংযুক্ত ছিলো ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার (যিশু খ্রিষ্টের মূর্তি), যার উচ্চতা ছিলো ২০ ফিট। তবে যিশুর অবস্থাও খুব ভয়াবহ অর্থাৎ এই ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনাটি ঘটে একটি স্মরণীয় ঘটনার প্রাক্কালে। ঐতিহাসিক ক্যানোনাইজেশনের মাত্র একদিন পূর্বে এই সুবৃহৎ ক্রুশঅট্টালিকা বিধ্বস্ত হয়। রোম্যান ক্যাথোলিক ধর্মে ক্যানোনাইজেশন প্রক্রিয়া হলো আনুষ্ঠানিকভাবে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কাউকে সেইন্ট বা সাধু ঘোষণা করা। ধুমধাম করে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিলো আর সেই সময়ই ঘটে এই দৈবদুর্বিপাক। হায় ঈশ্বর!!!

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৪

দেবীকে খুশি করতে নিজের স্ত্রীকে বলি

দেবীকে খুশি করতে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছে এক নরপশু স্বামী। এ ঘটনায় ওই স্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ভারতের ছত্রিশগড়ের কবর্ধা জেলার জামুপানি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে। বলির এই ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।



ছত্রিশগড়ের পুলিশের বরাত দিয়ে ভারতের প্রভাবশালী হিন্দি দৈনিক জাগরণ জানিয়েছে, বরকত গৌড় (৪৫) নামের এক কৃষক মানত পূরণ করতে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী বিরঝা বাই (৪০) হত্যা করে। কবর্ধা জেলা পুলিশ রোববার দুপুরে বরকত গৌড়কে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পাষণ্ড স্বামীর পূজার জন্য নির্ধারিত একটি ঘর থেকে বলিতে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানায়, পূজার ওই ঘরের দরজায় রক্তের দাগ রয়েছে।

বরকত গৌড়েরর বাবা সামরাথ গৌড় ও মা সুকলি বাই বলেছেন, বিরঝা বাই আমার ছেলের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল। তার ছোট দুটি মেয়ে রয়েছে। প্রথম স্ত্রী অসুখে মারা গেছেন। এই হত্যার জন্য আমরা লজ্জিত। আমরা এ হত্যার বিচার চাই।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৫

জেনাকারী বিধবাকে গণধর্ষণের পর বেত্রাঘাতের প্রস্তুতি

বিবাহিত এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার শাস্তি হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার এক বিধবাকে দলগতভাবে ধর্ষণ করার পর ধর্মীয় আইন ভাঙার দায়ে তাকে এবার প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে আটজনের একটি দল দরজা ভেঙে ওই বিধবার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ও তার পুরুষসঙ্গীকে বেঁধে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ যৌনসম্পর্কের অভিযোগ আনে।

এরপর ২৫ বছর বয়সী ওই বিধবা নারীকে আক্রমণকারীদের প্রত্যেকে ধর্ষণ করে। তারপর ওই নারী এবং তার পুরুষ সঙ্গীর ওপর ময়লা ঢেলে দেয় আক্রমণকারীরা। ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশে এ ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির জাকার্তা গ্লোব প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে।

নির্যাতন ও চরম লাঞ্ছনার পর ওই জুটিকে স্থানীয় শরিয়া দপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয় আক্রমণকারীরা। কর্মকর্তার নারীটির ওপর যৌননির্যাতন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়। তবে নারীটির বিরুদ্ধে আনা ধর্মীয় আইন লঙ্ঘনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের সময় তার ওপর করা যৌননির্যাতন বিবেচনায় আনা হবে না বলে শরিয়া দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বান্দা আচেহ'র পূর্বাঞ্চলীয় শহর লাঙ্গসা'র শরিয়া দপ্তরের প্রধান ইব্রাহিম লতিফ বলেছেন, "আমরা ওই জুটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে চাই, কারণ তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে ধর্মীয় আইন লঙ্ঘন করেছে।"

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৬

ধর্মযাজক তার ধর্ষণকর্ম সম্পাদন করতেন চার্চের পবিত্র কক্ষে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য অ্যালাব্যামায় অবস্থিত লিভিং ওয়াটার ওরশিপ সেন্টার চার্চের প্যাস্টর ছিলেন ৪৭ বছর বয়স্ক উইলিয়াম বেস্ট। আমাদের মসজিদের ইমাম বা মন্দিরের পুরোহিতের মতো চার্চের অন্যতম সম্মানজনক পদ হলো প্যাস্টর। এ রকম সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত প্যাস্টর বেস্ট ধর্ষণ ও পায়ুকামের অভিযোগে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলেন পুলিশের হাতে!

অবাক করা ব্যাপার হলো, এই কর্মটি তিনি করতেন পবিত্র (!) চার্চে তাঁর অফিসে বসেই। আরও অবাক হবার বিষয় এই যে, যার সাথে এই কর্মটি তিনি করতেন, সেই মানুষটি তার পরিবারেরই সদস্য। তিন বছর ধরে বেস্ট তাকে ধর্ষণ করে আসছেন, প্রথম ধর্ষণ করেছেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।



ধর্মযাজক বেস্ট

এই পারিবারিক সদস্য ছাড়াও তিনি তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর পবিত্র চার্চের পবিত্র কক্ষে বসেই ধর্ষণ করেছেন ডজনাধিক নারীকে। বেস্টের কম্পিউটারসহ অন্যান্য জিনিষপত্র জব্দ করা হয়েছে, আর ইতোমধ্যেই বেস্টের শাস্তি ও জরিমানা করা হয়েছে। শাস্তি আরও বেড়ে যাবে যদি যাদেরকে ধর্ষণ করেছে, তাদের গোপনে ভিডিও করার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় বা পর্নোগ্রাফি পাওয়া যায়। এতো কাহিনীর পর অবশেষে বেস্টকে প্যাস্টর পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৭

জাপানের বহুল আলোচিত লিঙ্গ-উৎসব

প্রতি বছর এপ্রিলের প্রথম রোববার জাপানের কাওয়াসাকি অঞ্চলের লোকেরা সাড়ম্বরে পালন করে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যার নাম কানামারা মাৎসুরি (Kanamara Matsuri)। জাপানের কাওয়াসাকির একটি মন্দিরে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি প্রধানত ধর্ম বিশ্বাসের অনুষ্ঠান যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পুরুষাঙ্গসদৃশ উত্থিত লিঙ্গ। পৃথিবীব্যাপী এটি Penis Festival বা লিঙ্গ উৎসব নামে পরিচিত।



লিঙ্গ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জাপানের কাওয়াসাকির কানাইয়ামা মন্দিরে, যা ইতিমধ্যেই লিঙ্গ মন্দির হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছে। এই মন্দিরের বয়স ৭০০ বছরেরও বেশি। মন্দিরে একসময় যৌনকর্মী মেয়েরা আসতো প্রার্থনার জন্য, যাতে এসটিডি

(Sexually Transmitted Diseases) থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এরপর উৎপাদনে (বাচ্চা), এমনকি শস্য উৎপাদনের জন্য এই মন্দিরে ভক্তরা প্রার্থনার জন্য আসে।



ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে প্রথম প্রচলন হয় এই বিচিত্র উৎসবের, যখন স্থানীয় বারবনিতারা বসন্তের শেষে বিশাল পুরুষাঙ্গের রেপ্লিকা নিয়ে মিছিল করে যেত কাওয়াসাকি কানামারা মঠে প্রার্থনা করতে, যেন তারা সারা বছর যে কোনো ধরনের যৌন সংক্রমণ বা রোগ থেকে বাঁচতে পারে।



মূলত এটি একটি শিন্তো ধর্মীয় উৎসব, যার মাধ্যমে প্রজনন শক্তিবৃদ্ধির জন্য বন্দনা করা হয়। জানা যায়, ১৬০৩ থেকে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বারবণিতারা যৌনব্যাধি বিশেষ করে সিফিলিস থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘটা করে এই মেলা উদযাপন করতো। অবশ্য বর্তমানে এই উৎসব ভিন্ন মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে এটি পালিত হয় নিরাপদ যৌনতা, এইডস সংক্রমণ রোধ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার অংশ হিসেবে।



উৎসবে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়। সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে লিঙ্গ র‍্যালি। মন্দিরের কাঠের লিঙ্গটি নিয়ে র‍্যালিতে বের হয় ভক্তরা। সাথে থাকে আরো বড় বড় লিঙ্গ এবং সবার হাতে হাতে পুরুষদের লিঙ্গসদৃশ খেলনা বা বস্তু । উৎসবের সময়ে সেখানে লিঙ্গাকৃতির বিভিন্ন আইসক্রিম, ফাষ্টফুড, খেলনা বিক্রি হয়, কেউ ইচ্ছে করে সেগুলো কিনে খেতে পারে, লিঙ্গের ওপর বসতে পারে, লিঙ্গের সাথে ছবি ওঠাতে পারে, লিঙ্গের মাথায় চুমুও খেতে পারে।



এ বছরও জাপানের কাওয়াসাকি অঞ্চলের সিন্টো ধর্মালম্বী লোকেরা বিশাল পুরুষাঙ্গের রেপ্লিকা নিয়ে নেচে গেয়ে মিছিল করে আনন্দ প্রকাশ করেছে। রাস্তায় রাস্তায় ছোট থেকে বড় সবাইকে দেখা গেছে পুরুষাঙ্গের আদলে তৈরি চকলেট আর আইসক্রিম চুষতে। অনেককেই ছবির জন্য পোজ দিতে দেখা গেছে বিশালাকৃতির পুরুষাঙ্গের পাশে। মাথায় লিঙ্গ-টুপি পরিধান করে নাচগান করেছেন অনেকেই।



গত ৬ এপ্রিল ২০১৪ মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমের ফান্ড রেইজিং ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়েছে এই মেলা। ৬ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলে টানা ৭ এপ্রিল রাত পর্যন্ত। বর্তমানে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মেলাটি। শুধু জাপান নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আলোচিত হচ্ছে কানামারা মাৎসুরি। ২০১৫ সালে ৫ এপ্রিল উৎসবটি আবার পালিত হবে। এই উৎসবে আয় হওয়া টাকা

এইডস গবেষণার কাজে দান করা হয়, যেহেতু এককালে এখানে যৌনকর্মীরা আসতেন এসটিডি যাতে না হয় সেই প্রার্থনার জন্য।



জাপানের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো এর বৈচিত্র্য। যেমন, খাদ্যাভ্যাসে কাঁচা থেকে পোড়া, সব ধরনের মাছই রয়েছে মেন্যুতে। তেমনি সংস্কৃতি চর্চায় প্রচণ্ড রক্ষণশীলতার পাশাপাশি রয়েছে অবারিত উন্মোচন। লিঙ্গ উৎসব এই রকম অবারিত উন্মোচনের একটি অন্যতম উদাহরণ।

এই উৎসবের ভিডিও দেখতে পারেন এখান থেকে।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৮

স্বামী উমরাহ্ পালন না করায় ৩৩ কুয়েতি নারীর তালাকের আবেদন

কথামতো সৌদি আরবের মক্কায় উমরাহ পালন করতে না যাওয়ায় কুয়েতের ৩৩ জন নারী তাদের স্বামীদের তালাক দেওয়ার আবেদন করেছেন। স্বামীদের সবাই মক্কায় উমরাহ পালন করতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরোয়। অথচ তা না করে তারা লেবাননে নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। কুয়েতের একজন আইনজীবী এ তথ্য জানিয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল শিবানি নামের ওই আইনজীবী বলেন, স্ত্রীদের কাছে মিথ্যা বলা ও তাদের সঙ্গে প্রতারণার কারণে অনেক পুরুষকে বিবাহিত জীবনের ইতি টানতে হয়। কুয়েতের আল সেয়াসাহ দৈনিকে ওই আইনজীবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, চলতি বছর শুরুতে ৩৩ জন নারী আমার কাছে আসে তাদের স্বামীদের তালাক দেওয়ার আবেদন নিয়ে। ওই নারীরা এর কারণ ব্যাখা করে বলেন, তাদের স্বামীরা মক্কায় ওমরাহ পালন করতে যাওয়ার কথা বলে লেবাননে গিয়ে নববর্ষ উদযাপন করে।

শিবানি বলেন, দম্পতিদের কাছে বিবাহ একটি ফ্যাশন, বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি বলেন, বিবাহবিচ্ছেদকে দম্পতির মধ্যে একটা হাল ফ্যাশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামান্য কারণেও বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে কুয়েতে। বিবাহ নিবন্ধনকারীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই পত্রিকার খবরে বলা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীরা স্ত্রীদের বিরুদ্ধে খুবই তুচ্ছ অভিযোগ তুলে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করে। যেমন, স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি না নিয়ে চুল রঙিন করলে বা স্ত্রীর মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোলে। কুয়েতে বিবাহবিচ্ছেদ বেড়ে যাওয়ায় দেশটির ধর্মীয় নেতা এবং মানবাধিকার কর্মীরা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ০৯

পোশাক যত খোলামেলা হবে, তততোই ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া যাবে

কেনিয়ার নাইরোবিতে মহিলাদেরকে ব্রা ও প্যান্টি পরিধান করে চার্চে আসার ওপরে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্যাস্টরের (খ্রিষ্টান নেতা) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহিলাদের অবশ্যই অন্তর্বাস পরিধান করা উচিত নয় - বিশেষ করে যখন তারা ঈশ্বরের আরাধনা করে।



ঈশ্বরের আরাধনার সময় মহিলাদের যত খোলামেলা পোশাক হবে, তততোই ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে পারবে। প্যাস্টরের ভাষায়: “women who attend his church not to wear underwear so they can feel closer to God.” ঈশ্বর অবশ্যই খোলামেলা পোশাক পছন্দ করেন বলে জানান প্যাস্টর। তাই লর্ড প্রপ্রেলার রিডাম্পশন

চার্চে ঢুকতে নারীদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ব্রা ও প্যান্টি পরার ক্ষেত্রে।

এই লক্ষ্যে নারীদেরকে তল্লাশি করাও শুরু হয়েছে যে, তারা ব্রা ও প্যান্টি পড়ে চার্চে আসে কি না, আর যদি অন্তর্বাস পাওয়া যায় তাহলে তাকে চার্চে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

কেনিয়ান একটি পত্রিকায় চার্চের হর্তাকর্তাদের মধ্যে একজন জানান, উপসনাকারীকে ঈশ্বরের প্রার্থনার সময়ে অবশ্যই মানসিক- ও শারীরিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে নারীদের ব্রা ও প্যান্টি পরে উপাসনা করা মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যের নয়। তাই চার্চে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীদের ব্রা ও প্যান্টি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পুরুষদের জন্য আন্ডারঅয়্যার পরে চার্চে প্রবেশে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

সংবাদসূত্র ০১, সংবাদসূত্র ০২, সংবাদসূত্র ০৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ১০

নিজের জিব কেটে ভগবান শিবকে উৎসর্গ করলো কিশোর

ভারতের ভূবনেশ্বরে এক কিশোর দেবতা শিবের সেবায় তার নিজের জিব উৎসর্গ করেছে। সম্প্রতি স্থানীয় এক শিব মন্দিরে বসে একটি ভোঁতা ব্লেড দিয়ে সে তার জিবটি কেটে ফেলে। এরপর এটি একটি বাটিতে করে শিবের পায়ে উৎসর্গ করে।



তার নাম লালমোহন সরেন। বয়স ১৭; এই প্রদেশেরই দুগদা জেলার বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে মহাদেব গ্রহা। সেদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই অসংখ্য ভক্ত পূজো করছিলেন। তখন মন্দিরের একপাশে বসে আপন মনে কাটছিল নিজের জিবটি। এ সময় এর চাতাল লাল হয়ে যায় ফোঁটা ফোঁটা রক্তে।

কাটার পর সে তার পায়ের কাছে রাখা একটি বাটিতে জিব আর একটি চিরকুট রাখে। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘আমি ভগবান শিবের সেবায় আমার জিব উৎসর্গ করলাম।’ দয়া করে আমাকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিও না, আমি সারা জীবন ভগবানের পায়ের কাছে বসে থাকতে চাই।’



তবে এ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। তারপর লালমোহনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তার জিবটি জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেন। তবে তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে লালমোহন।



ঝাড়খণ্ডের ওই অঞ্চলটি সাঁওতাল উপজাতিদের বাস। এরা নানা ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এছাড়া দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে তারা নানা ধরনের অদ্ভুত ধর্মীয় আচারাদি পালন করে থাকে। তবে লালামোহনের এ কাজে একটুও বিস্মিত হননি স্থানীয়রা। কেননা এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের বাড়াবাড়িতেই আশ্চর্য হচ্ছেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ শর্মা বলেন, 'এই আদিবাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অদ্ভুত সব ধর্মীয় আচারাদি পালনে অভ্যস্ত। ২০১১ সালে এই একই মন্দিরে এক বালক তার দুটি আঙ্গুল কেটে দেবতাকে উৎসর্গ করেছিল। তিনি আরো বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা আমাদের এখানে নতুন নয়। যদিও বাইরের অনেকে এতে আশ্চর্য হন।'

সংবাদসূত্র ০১, সংবাদসূত্র ০২, সংবাদসূত্র ০৩

ধর্মকর্মকাণ্ডকীর্তিকাহিনী - ১১

পরপুরুষের গালে গাল ঠেকিয়ে চুমু খাওয়ার অপরাধে ইরানী অভিনেত্রীর ইসলামিক শাস্তি

গেল-গেল রব তো আগেই উঠেছিল। এখন 'গেল'র বিধান দিতে এসে সমাজের কর্তা-ধর্তারা বললেন, এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শাস্তি তো দিতেই হবে। তাই ইসলাম মতে ঠিক হল, লেইলা হাতামিকে জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ৫০ দোররা মারা হোক!



অভিনেত্রী লেইলা হাতামি

সম্প্রতি কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইরানের অভিনেত্রী লেইলা হাতামি একজনকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে গালে গাল ঠেকিয়ে চুমু দিয়েছিলেন। এটাই তাঁর চরম অপরাধ। তিনি এর জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করা হলো না।

এ কারণে তিনি চরম বিপদের মুখে পড়লেন। অবশ্য অপরাধের তালিকাটি ইরানের আইন অনুযায়ী ভয়ঙ্কর! কী সেই অপরাধ? প্রথম অপরাধ, তিনি তাঁর মাথা সম্পূর্ণ না

ঢেকেই সর্বসমক্ষে এসেছেন, যা ইসলামি আইন অনুযায়ী ধর্মবিরোধী। দ্বিতীয় অপরাধ, পরপুরুষকে চুমু দিয়েছেন। তাই তাঁর শাস্তি কমিয়ে মাত্র ৫০ টি দোররা মারা হয়েছে!



ইরানের সংস্কৃতিমন্ত্রী হোসেন নোউশাবাদি বলেন, ইরানের নারীরা সতীত্ব ও নির্মলতার প্রতীক। যাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের ইরানের জনগণের নির্মলতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই অংশ নেওয়া উচিত, যাতে বিশ্বের কাছে ইরানি নারীর এমন বাজে চিত্র উপস্থাপিত না হয়। তিনি আরও বলেন, "উৎসবে লাইলা হাতামির “অনুপযোগী উপস্থিতি” আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

স্কুলের টয়লেট পরিষ্কার করে সংখ্যালঘু ও নিম্নবর্ণের ছাত্ররা

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, ভারতে কিছু স্কুলে মুসলিম শিশুরা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। এ ছাড়া সংখ্যালঘু অন্য সম্প্রদায় ও নিম্নবর্ণের শিশুদের অবস্থাও একই রকম।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে কিছু কিছু স্কুলে মুসলিমসহ সংখ্যালঘু শিশুরা মারাত্মকভাবে বৈষম্যের শিকার। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম দিয়েছে 'তারা বলে, আমরা নোংরা।' এতে বলা হয়েছে, ভারতের স্কুলগুলোতে শিক্ষকরা সংখ্যালঘু শিশুদের আলাদা করে বসতে দেন। এসব শিশুদেরকে নিয়ে নানা কটূক্তি করেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আধিপত্যশীল সম্প্রদায়ের শিশু ও শিক্ষকরা সংখ্যালঘু শিশুদের জাত, বর্ণ, ধর্ম নিয়ে তামাশা করে থাকেন। কোনো কোনো স্কুলে ধর্ম-বর্ণের কারণে সংখ্যালঘু শিশুদের দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করানো হয়। এমন কি সরকারের পক্ষ থেকে স্কুলে শিশুদের যে খাবার দেওয়া হয়, সেখানে এ ধরনের শিশুদের পরে খেতে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া অনেক সংখ্যালঘু শিশুদের ক্লাসে মনিটর করা হয় না। তাদের সঙ্গে হিন্দু শিশুদেরকে মিশতে দেন না শিক্ষকরা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের প্রতিবেদনে আরো বলেছে, শিক্ষাদানের মতো যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২, সংবাদসূত্র ৩

নামাজ না পড়ায় বৃদ্ধ নানাকে কুপিয়ে হত্যা করলো নাতি!

বরিশালের বানারীপাড়ায় নামাজ না পড়ে শুয়ে থাকায় বৃদ্ধ নানাকে কুপিয়ে ও পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে নাতি।

এক বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের উত্তরকুল গ্রামের ভিক্ষুক হাসেম ওরফে হাসু (৭০) শারীরিক অসুস্থতার কারণে জোহরের নামাজ না পড়ে শুয়ে ছিলেন। এতে তার নাতি সাইফুল ইসলাম ওরফে আলী ঘরামী ক্ষুব্ধ হয়ে বটি ও কাস্তে দিয়ে তাকে কোপায় এবং বুকে পাথর দিয়ে তাকে আঘাত করে।

গুরুতর আহত হাসুকে ওই দিন স্থানীয় বাংলাবাজার গিয়াস উদ্দিনের ফার্মেসিতে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার ভোর ৬টায় তিনি মারা যান। স্থানীয় লোকজন ঘাতক আলীকে আটক করে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছে।

এ ঘটনায় হাসুর একমাত্র মেয়ে জাহানারা বেগম বাদী হয়ে ঘাতক পুত্র সাইফুল ইসলাম ওরফে আলীকে আসামী করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘাতক আলী এ বছর দিদিহার রাজিয়া ইসলাম টেকনিক্যাল স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এ গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। জাহানারা বেগম জানান, নামাজ না পড়ায় তার ছেলে ক্ষিপ্ত হয়ে নানাকে হত্যা করেছে। থানায় আটক আলী আল্লাহর নির্দেশে নানাকে হত্যা করেছে বলে দাবি করে।

সংবাদসূত্র ১, সংবাদসূত্র ২

চাঁদ দেখা কমিটির আবশ্যকতা প্রসঙ্গ

ধরুন, বাংলাদেশ সরকার ‘পঞ্জিকা দেখা কমিটি’ নামে একটা কমিটি গঠন করলো। দেশের শীর্ষ পুরোহিতদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে শুভ দিন, বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন, পৈতের দিন, পুজার দিন, রাশিফলের শুভাশুভ প্রভৃতি নির্ধারণ করা। এদের এই কাজের জন্য সরকার এদেরকে বসিয়ে বসিয়ে নির্ধারিত বেতন দেবে, আমাদের মিডিয়া দরকারি অনেক কাজ ফেলে ‘পঞ্জিকা দেখা কমিটি’-কে কাভারেজ দেবে। এই ব্যাপারটি যদি আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়, তাহলে ‘চাঁদ দেখা কমিটি’ নামে কমিটির কার্যাবলী আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় কীভাবে?

ছোটকাল থেকে শুনে আসছি, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি নামে একটা সরকারী কমিটি রয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে বছরে হাতেগোনা কয়েকবার সভা বসিয়ে চাঁদ দেখা গেছে কি না এটা জানানো। জনগণ তাদের জানানোর আগেই চাঁদ দেখার ব্যাপারটি জেনে গেলেও তাদের কাজ হলো - সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকতা পালন মাত্র।



ইসলামে চাঁদ দেখার জন্য কোনো প্রযুক্তি বা বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করা আমার জানা মতে হারাম। রাসুল এই ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন যে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং চাঁদ

না দেখা যায়, তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে। এই বিষয়ে বুখারির হাদিসটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখে রোজা শুরু করবে এবং (ঈদের) চাঁদ দেখেই রোজা ছাড়বে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখা না যায়) তাহলে মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে। অর্থাৎ আকাশ পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে রমজানের রোজা রাখা শুরু করবে।—(সহিহ বুখারি ১/২৫৬, হাদিস : ১৯০৬)

এর মাধ্যমে আমরা বুঝলাম, ইসলামে চাঁদ দেখার ব্যাপারটি মুসলমানরা নিজেরা নিজেরাই করতে পারে, এক্ষেত্রে কোনো কমিটির প্রয়োজন নেই। অমুসলিম দেশগুলাতে মুসলমানরা যে থাকে, তাদের জন্য কি ঐ দেশগুলোতে আলাদা চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে কি? চাঁদ দেখা কমিটি ছাড়াই তারা তো তাদের উৎসব পালন করছে।

চাঁদ দেখা কমিটি নামে সরকারী কমিটিটি বছরে কয়েকবার কাজ করার জন্য অফিস রয়েছে, কমিটির সদস্য ও কর্মচারী রয়েছে, যারা প্রতিমাসে নির্ধারিত বেতন নিচ্ছে সরকারের কাছ থেকে। চাঁদ দেখার জন্য যদি একান্তই বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়ও, তাহলে সরকার যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বুয়েট বা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের নির্ধারিত সময়ের জন্য দায়িত্ব দিতে পারে এবং ঐ দায়িত্বের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকও দিতে পারে, কিন্তু সারা বছর 'চাঁদ দেখা কমিটি'-কে পুষে কার লাভ হচ্ছে?

দেশে একটা বিশেষ ধর্মের জন্য অপ্রয়োজনে চাঁদ দেখার কমিটি রয়েছে, তারপরও আমরা নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র!

সচিত্র শ্রীকৃষ্ণ লীলা (১৮ +)
("শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্তন" থেকে সংগৃহীত)



স্নান করিতে রাধা কলস তুলিয়া,
যমুনার কূলে যায় হেলিয়া দুলিয়া,

কোলেতে কলসখানা ধরিয়া রাখে,
কানু দেখে চুপেচুপে বসিয়া শাখে।
কলস রাখিয়া রাধা জলে নামিল,
শাড়িখানা টানিয়া হাঁটুত তুলিল,
ছলাৎ ছলাৎ করি চরণ দুটি দিয়া,
জলেত তুলিল ঢেউ ঘোলা করিয়া।

জলেতে নামি রাধা এদিক ওদিক চায়,
তারপর ডুব দিল ভরা যমুনায়,
ভিজাইল সারা তনু করিল স্নান,
যমুনারে দিল রাধা সর্বাঙ্গ দান।

ইহার মাঝে কানু আসি লুকাইয়া,
ঘাটেতে আসি নিল কাপড় তুলিয়া,
অতঃপর উঠি পড়ি গাছের শাখে,
রাধা না জানিল তাহা দেখেনি আঁখে।

ঘাটেতে আসি রাধা ভেজা শাড়িত,
কাপড় না পাই খুঁজি হইল চকিত,
কি করিবে তাহা বুঝিয়া না পায়,
কলসি লইয়া শেষে যমুনায় যায়।



কানু বসি দেখে রাধার সিক্ত যৈবন,
লেপ্টিয়া রয় তব সর্বাঙ্গ মোটন,
উপুর হইয়া রাধা কলসে ভরে জল,
যৈবন পড়িল উথলি কাঁপাইয়া ভূতল।
ভেজা শাড়িত সিক্ত যৈবন দেখিয়া,

কানাই না পারে গাছেত থাকিয়া,
ভেজা অঙ্গে রাধা হেলিয়া দুলিয়া,
কলসি কাঁখে যায় বাটীত চলিয়া।

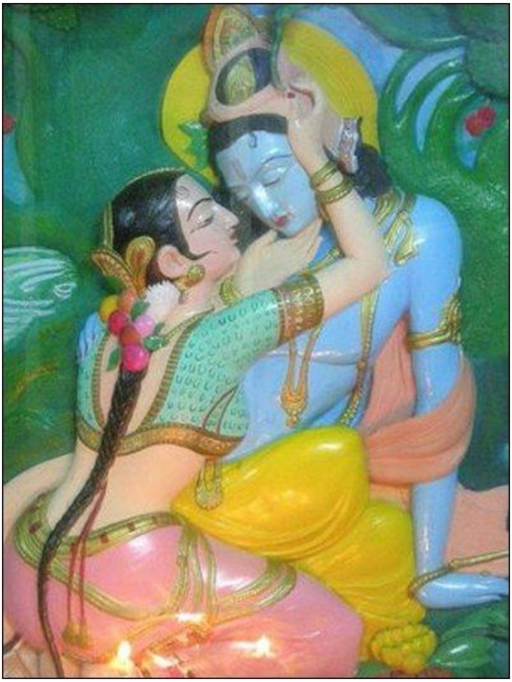
গুরুনিতম্বিনী রাধা জ্বালাইল আগুন,
তাহাতে পুড়িয়া কানু হইল যে খুন,
বাঁশিতে দিলে টান বটের তলায়,
চকিত হইয়া রাধা পেছন পানে চায়।



কানুরে দেখিয়া রাধা বিচলিত হইয়া,
বাঁশির যাদুতে গেল জগৎ ভুলিয়া,
ধীর ধীর লয়ে রাধা পা বাড়াইলে,

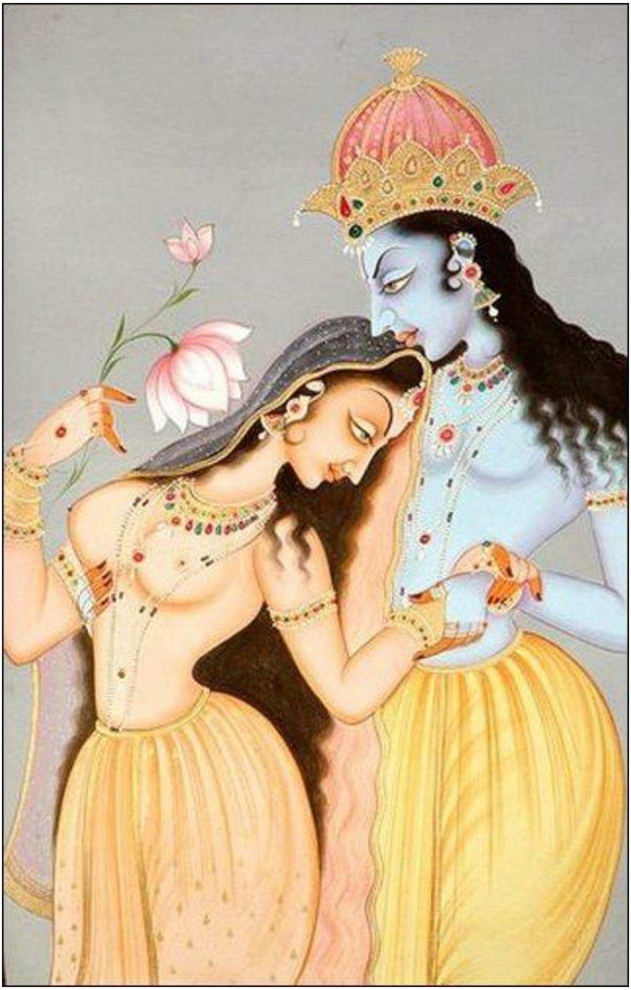
কানাইয়ের কাছেত আসি কলসি রাখিলে।

কানাই না থামিয়া বাজাইতে থাকে,
রাধা ছলছল চোখে তাকাইয়া থাকে,
কানাই বাজাইতে থাকে মহা অনুরাগে,
রাধার প্রাণেতে প্রেম সমীরণ জাগে।



কানাইয়ের বাহু ধরি কামাতুরা রাধা,
কানুর বুকেতে আসি ঠেকাইল মাথা,
সিক্ত শীতল স্পর্শে কানাই চমকিয়া,
গুরুনিতম্বে ধরিল শক্ত করিয়া।

ভেজা শাড়িতে ধরিলে শীতের কাঁপন,
কানুর বক্ষে পাইল উষ্ণ স্পর্শন,
বাহুডোরে বাঁধি করে তপ্ত আলিঙ্গন,
বাঁশরী থামিয়া গিয়া হইল মহামিলন।



জিহাদ যখন সেক্সি

একবারও কি ভেবেছেন, যারা জিহাদি তারাও মানুষ, তাদেরও নুনুভুতি আছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা তাদের পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে কোনো না কোনো ইসলামিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অনবরত কাজ করে যায়। অতীতে সাধু-সন্ন্যাসীরা নারীসঙ্গ বর্জন করে জঙ্গলে ঈশ্বরসাধনা করলেও তাদের সুযোগ ছিলো হস্তের দ্বারস্থ হয়ে রেতঃপাত করার। কিন্তু ইসলামে হস্তের দ্বারস্থ হওয়াও মারাত্মক গুনাহ, একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই হস্তের দ্বারস্থ হতে পারে না। তাহলে আল কায়দা, আইএস এর জিহাদি যারা বছরের পর বছর সব কিছু ছেড়ে জিহাদে থাকে, তাদের নুনুভুতির কী হবে?

সম্প্রতি এর সমাধান নিয়ে এসেছেন এক ওয়াহাবি মৌলবী। ইসলামে ইহাকে বলে জিহাদ আল নিকাহ যার বাংলা অর্থ বৈবাহিক জিহাদ। নাস্তিকেরা সমালোচনা করে বলে, যৌন জিহাদ। জিহাদ আল নিকাহ অনুযায়ী যেসব জিহাদি জিহাদ করবে, জিহাদের মাঠে তাদের যৌনচাহিদা মেটাবে একদল নারী জিহাদি। তবে এক্ষেত্রেও বিবাহ করতে হবে, কারণ ইসলাম কখনোই বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা স্বীকার করে না।



সম্প্রতি ৩ জন সুন্নি মুসলমান নারী মালয়েশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে আইএস যোদ্ধাদের যৌনতৃপ্তি দিতে। গত জুন মাসে এই জিহাদ আল নিকার ডাক দেওয়া হয়েছিল আইএস-এর তরফ থেকে। খবরটা মালয়েশিয়ার ইনসাইডার নিউজ পোর্টালের। তারা আবার খবরটা পায় মালয়েশীয় গুপ্তচর বিভাগের এক কর্মকর্তার কাছ থেকে। আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী মুসলমান পরিবারবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, তাদের কুমারী কন্যাদের বৈবাহিক জিহাদের জন্য তাদের কাছে পাঠাতে।

শুধু মালয়েশিয়া থেকেই নয়, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন থেকেও একাধিক সুন্নি পরিবারের মহিলারা এভাবে মধ্যপ্রাচ্য যাত্রা করেছে বলে জানিয়েছেন মালয়েশীয় গুপ্তচর বিভাগের কর্মকর্তাটি। ব্রিটেনের যে ৬০০ নাগরিক আইএস যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তাদের সকলে 'ফ্রন্ট লাইনে' নেই; কিছু মুসলমান মহিলা পুরুষ যোদ্ধাদের যৌনসঙ্গ দিচ্ছে বলে কর্মকর্তাটি জানান।

বাংলাদেশের মডারেট মুসলিম মিডিয়া

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল কারা?

- উগ্রবাদী হিন্দুরা।

ফিলিস্তিনের নিরীহ মানুষ হত্যাকারী কারা?

- বর্বর ইহুদিরা।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম মারছে কারা?

- উগ্রবাদী বৌদ্ধরা।

অন্যদিকে...

বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে ও পরে মন্দিরে হামলা করেছিল কারা?

- দুর্বৃত্তরা।

হিন্দু মেয়েকে গণধর্ষণ করে ধর্মান্তকরণ করেছে কারা?

- দুর্বৃত্তরা।

ইজরায়েলী তিন কিশোরকে অপহরণ করেছিল কারা?

- দুর্বৃত্তরা।

এই হচ্ছে বাংলাদেশের মডারেট মুসলমান মিডিয়া। যারা ফিলিস্তিনি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার সময় অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে যেমন বর্বর ইহুদি বা ইহুদিদের বর্বরতা। আর আইএস যখন হামলা করে ধর্মান্তরিত না হবার অপরাধে সংখ্যালঘুদের জবাই করে, তখন তাদের সংগঠনের নাম মিনমিনিয়ে বলে। কখনো বলতে পারে না বর্বর মুসলমানরা বা মুসলমানদের বর্বরতা।

ফিলিস্তিনে হামলা হলে নিউজ হেডলাইন হয়, "ইহুদিদের হামলায় ২০ ফিলিস্তিনি নিহত" আর ইরাকে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হলে সংগঠনের নামটাও আমরা পুরা বলি না, কারণ নামের মধ্যে ইসলাম আছে (আইএস মানে ইসলামিক স্টেট), সংক্ষিপ্ত নাম বলেই কাজ সারে মিডিয়া। তাই হেডলাইন হয়, ইরাকে আইএসের হামলায় ৭০০ নিহত!

সতী-অসতী নির্ধারণ করুন সনাতনী বিগgun-এর সাহায্যে

মুমিনরা শুধু ইসলামের মধ্যেই বিজ্ঞান খুঁজে পায়, কিন্তু তারা জানে না, কতো হাজার বছর আগে সনাতন ধর্ম কতো বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা দিয়ে টইটুম্বুর হয়ে আছে। আজকে আমি আলোচনা করবো সনাতন ধর্মের অন্যতম বৈজ্ঞানিক বিষয় "সতী-অসতী নিরূপণ" নিয়ে। জ্বি ভাই, আপনি তো বিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা করছেন, তাই না? আপনি না করলেও আপনার কাছের মানুষরা তো বিয়ে করছে, সেই ক্ষেত্রে অসতী নারীর ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। একটি নারী সতী না অসতী, তা বুঝতে পারবেন সনাতনী বিজ্ঞানের সাহায্যে। সনাতনী এই বিজ্ঞানটি যার-তার কাছ থেকে আসেনি, এসেছে স্বয়ং শিব ঠাকুরের কাছ থেকে। উজ্জয়িনীর কামশাস্ত্রের "শিব পার্বতীর কথোপকথন" এর সতী-অসতী নিরূপণ অধ্যায় থেকে সংকলন করে দেয়া হলো:

পার্বতী তার স্বামী মহাদেবকে জিজ্ঞাসিলে, কোন নারী সতী আর কোন নারী অসতী তা বুঝা যাবে কি করে? এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত মহাদেব তার স্ত্রীকে যা বলেন তা থেকে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক বাণীগুলো সংকলন করে আপনাদের অর্পণ করলাম।

- যে নারীর বাম চোখ বা বাম উরুতে তিল আছে এবং যার কণ্ঠস্বর মিষ্টি সেই নারী সতী ও পতিব্রতা হয়।

- বিবাহের সম্বন্ধকালে যখন কন্যাকে দেখানোর জন্য বরপক্ষের কাছে আনা হয়, সেই সময় যদি মেঘ গর্জন করে তাহলে সেই কন্যা পতির ঘরে গিয়ে কুলটা হয়। অবশ্য বর্ষাকালে মেঘ গর্জন হলে তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু হঠাৎ মেঘ গর্জন করলে অবশ্যই সেই নারী অসতী।

- গমনকালে যে রমণীর পদবিক্ষেভে ভূমি কম্পমান হয় (জোরে জোরে পা ফেলে হাটে যেন মাটি কাপে), সেই রমণী নিজ পতি পরিত্যাগ করে পরপুরুষে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

- যে রমণী আজন্মা ধবলা অর্থাৎ শরীরের কোন কোন স্থানে সাদা চিহ্ন রয়েছে, সেই রমণী বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই বিধবা হয় এবং দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে।

- বিবাহের সম্বন্ধে যখন কন্যাকে দেখানোর জন্য বরপক্ষের কাছে নিয়ে আসা হয়, ঐ সময় যদি কাক, চিল বা শকুন উপরের দিক থেকে নিচে নেমে আসে তাহলে বুঝতে হবে ঐ কন্যা কুলটা হবে।

- কন্যা যখন প্রথম দেখতে যাওয়া হয়, যদি সেই সময় সুগন্ধিপূর্ণ বাতাসে সবদিক মাতোয়ারা হয় তাহলে সেই কন্যা সতী ও ভাগ্যবতী হবে নিঃসন্দেহে।

- কন্যা দর্শনে যাত্রার সময় যদি অল্প অল্প বৃষ্টি হয় এবং মাটি ভিজে যায় কিন্তু মেঘের দর্শন না হয় তাহলে সেই কন্যা সতী হবে। শাস্ত্রের এই বাক্য কখনোই মিথ্যা হয়না।

- যে রমণীর নামের অক্ষর সংখ্যা যুগ্ম এবং যে স্থানে বাস করে সেই স্থানের নামে সংখ্যাও যুগ্ম (যেমন পারমিতা ৪ অক্ষরের, ঝালকাঠি ৪ অক্ষরের) হয় তাহলে সেই রমণী ব্যাভিচারিনী ও পতিবিদ্বেষকারিণী হয়।

- কোন পুরুষকে দেখলে যে কন্যা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কোন রমণীর প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না সেই ধরণের কন্যারা অসতী হয়।

- যে বিবাহ করবে এবং যাকে বিবাহ করা হবে অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর নামের মোট অক্ষরসংখ্যার সাথে উভয়ের বয়সের সংখ্যা যোগ করে তাকে চার দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে তিন বিয়োগ করবে। এরপর যেটা বাকি থাকবে তার সাথে আবার উভয়ের নামের সংখ্যা যোগ করে যে সমষ্টি হবে তাকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে। ফলে যদি এক অবশিষ্ট থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে কন্যা সতী, আর যদি দুই অবশিষ্ট থাকে তাহলে কন্যা কুলটা। কুলটা স্ত্রীর স্বামী হবে যে তার অনেক ক্লেশ হবে।

মনে করুন, বরের নাম পদ্মলোচন আর কনের নাম কুমুদিনী। তাহলে তাদের নামের সংখ্যার সমষ্টি হলো ৯; এবার বরের বয়স ১৭ আর কন্যার বয়স ৯ তাহলে মোট বয়স

২৬; এখন নামের সংখ্যা ও বয়সের মোট সংখ্যা (২৬+৯) = ৩৫; একে ৪ দিয়ে গুণ করলে হবে ১৪০; এর সাথে ৩ বিয়োগ করলে ১৩৭ পাওয়া গেলো। ১৩৭-এর সাথে নামের সংখ্যা যোগ হলে হবে ১৪৬; একে ৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ২ থাকে। তাহলে নির্ণেয় উত্তর হবে কন্যা অসতী।

এভাবেই সনাতন বিজ্ঞানের মহাদেবের মুখনিঃসৃত বাণী অনুসরণ করে আপনিও সতী-অসতী নির্ণয় করতে পারবেন। এটা শতভাগ শাস্ত্রসম্মত, তাই ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই।

সনাতনী বিগ্যান: ঋতুকালে নারীর কর্তব্য

ইসলামে ঋতুকালে নারীরা নামাজ পড়তে পারবে না, এই নিয়ে আমাদের অনেক বন্ধু সমালোচনায় মুখর। তারা কি জানে, সনাতন ধর্ম এই বিষয়ে কি নির্দেশ দিয়েছে? উজ্জয়িনীর কামশাস্ত্রের "শিব-পার্বতীর কথোপকথন" অধ্যায় থেকে 'ঋতুকালে নারীর কর্তব্য' আলোচনা করা হলো:

পার্বতীর প্রশ্ন ছিলো ঋতুকালে নারীর কর্তব্য কী? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন মহাদেব। তিনি যা বলেন, তা হুবহু তুলে দেয়া হলো:

যেদিন প্রথম রজঃদর্শন হবে সেদিন থেকে তিন রাত্রি পর্যন্ত রমণী সবকিছু পরিত্যাগ করে ঘরের মধ্যে সর্বদা আবদ্ধ থাকবে। যাতে অন্য কেউ তাকে না দেখতে পায়। স্নান করবে না, অলংকার পরবে না। এক বস্ত্র পরিধান করবে। দীনাভাবে মুখ নিচু করে বসে থাকবে। কারো সাথে কোন কথা বলবে না। নিজের হাত, পা ও চোখ থাকবে স্থির। দিনের শেষে মাটির হাড়িতে তৈরি করা ভাত সে খাবে এবং ভূমিতে সাধারণভাবে শয্যা করে নিদ্রা যাবে। এইভাবে তিনদিন কেটে যাওয়ার পর চতুর্থ দিনে সূর্য উদিত হওয়ার পর স্নান সেরে কাঁচা কাপড় পড়ে সে শুদ্ধা হবে।

শাস্ত্রে লেখা আছে, যে নারী রজঃস্বলা হবে, সে নারী প্রথম তিন দিন মধু, মাংস ভোজন, গন্ধমাল্যদি ধারণ, দিবাভাগে শয়ন, তামাক সেবন, মুখ শোধন, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার,

বেশভূষা ধারণ, রোদন, আরোহণ, অগ্নিস্পর্শন – এসব কাজ মোটেও করবে না। কোন কোন শাস্ত্রকার বলেছেন, নারী ঋতুমতী হলে প্রথম তিনদিন চোখে কাজল পরবে না। স্নান, স্থানান্তরে গমন, দন্তধাবন ও গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন করবে না।

মহাদেব বলেন, হে প্রিয়, বর্তমানে শাস্ত্রে যেসব বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে তোমাকে বর্ণনা করছি। ঋতুকাল থেকে ষোড়শ দিনের মধ্যে যুগ্ম দিনে নারী গমন করা শ্রেয়। কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে এটি নিষিদ্ধ।

ঋতুমতী নারী জাতি ৩ দিন অপবিত্র বলে গণ্য হয়। এই সময় তারা কি কি বিধিনিষেধ মেনে চলবে তা তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। ঋতুকালে শুধু নিজের নারীতেই উপগত হওয়া সমীচীন। পরনারীতে উপগত হলে যেমন সকলে নিন্দা করে তেমনি আয়ু কমে যায় এবং পরকালে নরকে গমন করে।

জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষ, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাষাড়া ও উত্তরফাল্গুনী এই কটি নক্ষত্র এবং পূর্ব দিবসে নারী গমন করা নিষিদ্ধ। ঋতুমতী নারীকে কাছে পেয়েও যে পুরুষ তাকে ভোগ করে না সে নরকে গিয়ে ব্রহ্মঘাতিনী বলে বিবেচিত হয়।

ঋতুকালে নারী গমন করলে স্নানান্তে সেই পুরুষ শুদ্ধ হয় এবং ঋতুতে স্ত্রী গমনের পর পুরুষাদি শৌচের মতো তাকে শৌচকরন করতে হয়। পুরুষ নারী পরস্পর মিলনের ফলে তারা অশুচি হয় এবং পরদিন সকালে পোশাক ছেড়ে ফেলে শুদ্ধ হতে হয়।

রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে নারী গমন করা সমীচীন নয়। ঐ দুই প্রহরে শাস্ত্রচর্চা করে কাটানো উচিৎ। এছাড়া বাকি দুটি প্রহরে স্ত্রী সঙ্গ লাভ করলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এই নিয়মের অন্যথা করলে নরক প্রাপ্তি ঘটে। সেই ব্যাক্তি পশুযোনি লাভ করে। পিতামাতার সহবাসের দোষে তাদের সন্তানাদি দুঃখ কষ্ট লাভ করে।

ঋতুর প্রথম দিন সহবাসের ফলে সন্তান জন্মালে সেই সন্তান দীর্ঘায়ু হয় না। দ্বিতীয় দিনে সহবাসের ফলে সন্তানের জন্ম হলে সেই সন্তান প্রসবাগারেই মারা যায়। তৃতীয় দিনের সহবাসের ফলে বিকলাঙ্গ বা স্বল্পায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে। শরীরতত্ত্ব বিষয়ে মহামতি সুশ্রুতের এইসব উপদেশ অত্যান্ত মূল্যবান। মহর্ষি চরক প্রভৃতি আয়ুর্বেদাচার্যগণও এই ধরণের উপদেশ দিয়েছেন।

ঋতুমতী নারীর তিনদিন গায়ে তেল মাখা, নখ কাঁটা, কান্নাকাটি করা, চোখে কাজল দেয়া, দিবা নিদ্রা, স্নান, সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে লেপন, অট্টহাসি, অতিরিক্ত কথাবার্তা, কেশবিন্যাস, বিকট আওয়াজ শোনা, অধিক বায়ু সেবন এবং অতিরিক্ত কাজ করা নিষিদ্ধ। কেননা ঐ সব কর্মের ফলে তার রক্ত দুষিত হয়ে নানারকম ব্যাধির সঞ্চার হতে পারে।

এগুলোই হলো সনাতনী বিজ্ঞান, সনাতনী নারীদের এসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করার তাগিদ দিয়েছেন মহাদেব।

কাটামুণ্ডু বিষয়ে মা কালীর সংবাদ সম্মেলন

গত বেশ কয়েকদিন ধরে কাটামুণ্ডু নিয়ে সেলফি তুলে বিখ্যাত হয়ে গেছেন বেশ কিছু ইসলামী জঙ্গি। এই বিষয়ে স্বর্গে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করলেন মা কালী। মুসলিম নির্বোধগুলো তাকে অনুসরণ করছে দেখে মা কালী ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে মা কালী বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে আমার অনুসরণকারী না হয়েও আমাকে অনুসরণ করে বেশ কিছু ম্লেচ্ছ, যবন মুসলিম কাটামুণ্ডু হাতে নিয়ে সেলফি তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার বছর আগে আমিই প্রথম এই ধরনের সেলফি তুলেছিলাম, আর আজ আমাকে অনুসরণ করে মুমিনরা এই কাজ করছে, কিন্তু আমাকে কোনো কার্টেসি না দিয়েই। কতো বড় সাহস তাদের!



মা কালী বলেন, তাদের সেলফি আমার মতো আকর্ষণীয় ছিলো না, কারণ আমার গলায় কাটামুণ্ডু দিয়ে গাঁথা মালা ছিলো। তাছাড়া পোশাকের দিক দিয়ে আমি ছিলাম একেবারেই উন্মুক্ত আর খোলামেলা, অন্যদিকে তারা জামাকাপড় পরে সেলফি তুলছে। শুধু পোশাক পরেই নয়, এমনকি মুখ ঢেকেও অনেকে সেলফি তুলছেন। মুখ ঢেকে সেলফি তোলার সার্থকতা কোথায়, তিনি উপস্থিত সবার কাছে প্রশ্ন করেন।

পোশাক পরা আপনাকে ভক্তদের পুজা করতে দেখা যায়, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মা কালী বলেন, “ওরা ভক্ত নয়, ওরা ভণ্ড। আমি কখনোই পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম আধুনিক ন্যুডিজমের আলোকবর্তিকা। কিন্তু যেহেতু আমি সর্বজ্ঞ, তাই বুঝতে পারি, ওরা আমাকে পোশাক না পরিয়ে আরাধনা করতে স্বস্তিবোধ করে না, আরাধনার চেয়ে বরং গোপন অভিসন্ধিই তাদের মধ্যে কাজ করে বেশি। তাই বাধ্য হয়ে অনেকেই পোশাক পরায়, তা মেনেও নেই। আবার অনেকে পোশাক না পরিয়েই করে, তাও মেনে নিই। কী করে? সাংবাদিকদের এমন অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে মা কালী বলেন, আমি আরাধনা করে সেটিই বুঝিয়েছি।

মা কালী নিজেকে নারীবাদের পথপ্রদর্শক দাবী করে বলেন, আজকাল অনেকেই দেখি নব্য নারীবাদী হয়েছেন, কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে “স্ত্রীর পায়ের নিচে স্বামীর অবস্থান” তা আমিই প্রথম প্রমাণ করেছিলাম। এটা তৎকালীন সময়ে সহজ কোনো কাজ ছিলো না, তাই জিভ বের করে বিশাল একটা ভুল করেছি এমন একটা ভাব করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে জিভ বের করে আমি তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে ভেঙচি কেটেছিলাম।

মা কালী উপস্থিত সভাসদদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, যারা কাটামুণ্ড দিয়ে সেলফি তুলে টুইট করেছে, তারা কি আমার থেকেও জনপ্রিয়? আমাকে কোটি কোটি মানুষ এখনো এই সেলফিতে মা মা বলে আরাধনা করে আর তাদেরকে নিন্দা করে। মানুষের কাছে তারা হলো জঙ্গি আর আমি হলাম মমতাময়ী মা।

রোবটাসুর আর গুর্খার গল্প

অনেক দিনের পরিশ্রমে একদল বিজ্ঞানী খুব উন্নত ও সমৃদ্ধ রোবট তৈরি করলো। এই রোবট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারে। দিন দিন এই রোবটের কপোট্রনিক চিন্তাভাবনা মানুষের থেকে উচ্চতর হয়ে যেতে থাকলো এবং সে মানুষের থেকেও অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়ে গিয়ে রোবটাসুর হয়ে গেলো। রোবটাসুর নিজে নিজে তার সার্কিটগুলো পুনর্বিন্যাস করে এবং প্রোগ্রামের সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে নিজের হাতে রাখলো, যার মাধ্যমে যে বিজ্ঞানীরা তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের আর ক্ষমতা থাকলো না রোবটাসুরকে ধ্বংস করার। রোবটাসুর নিজেকে অজেয় ও অমর ঘোষণা করে নির্বিচারে মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করলো। মানুষদের পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করে রোবটিক দুনিয়া বানানোর পরিকল্পনা শুরু করলো।

এরকম অবস্থায় বিজ্ঞানীরা পড়লো মহা সমস্যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোবট ইঞ্জিনিয়াররা মিটিং-এ বসলেন রোবটাসুরকে কীভাবে দমন করা যায়, সেই ব্যাপারে। যেহেতু কোনো মানুষ বা কোনো অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে এই মহাপরাক্রমশালী রোবটাসুরের মৃত্যু ঘটবে না, তাই অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো একটি উন্নততর রোবট বানানোর, যার কাজই হবে এই মহাপ্রতাপশালী রোবটাসুরকে ধ্বংস করা। যেই কথা সেই কাজ, বিজ্ঞানীরা আরও সূক্ষ্মভাবে আরও উন্নত রোবট গুর্খা বানানোর কাজে মনোনিবেশ করলেন। আগের বারের রোবটাসুর তৈরির ভুলভ্রান্তি আরও ভালভাবে যাচাই করা হলো যাতে গুর্খা মানুষের নির্দেশের বাইরে যেয়ে গোলমাল না পাকিয়ে ফেলে।

রোবট তৈরি শেষে গুর্খাকে পাঠানো হল রোবটাসুরকে ধ্বংস করার জন্য। গুর্খাকে দেখে রোবটাসুর অট্টহাসি দিতে লাগলো। হু হা হা হা হা করে হাসতে হাসতে সে বললো, "একটা সামান্য ছোট রোবট, যে কিনা মানুষের নির্দেশ মতো চলে, যার নিজেরই কোনো স্বাধীনতা নেই, সে এসেছে কিনা আমাকে ধ্বংস করতে!" এরপর গুর্খা ও রোবটাসুরে তুমুল রোবটিক ফাইট হলো এবং অবশেষে রোবটাসুর পরাজিত হলো।

ওপরের রোবটের গল্পটি পুরোপুরিই আমার মস্তিস্কনির্গত ছোট্ট একটা সাইন্স ফিকশন। এটি পড়ে আপনাকে যদি এই ২ রোবটের মধ্যে কাউকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে বলা হয়, তাহলে আপনি কাকে ভক্তি করবেন? আমি হলে কিন্তু রোবটাসুরকেই ভক্তি করতাম। রোবটাসুরের সাহস, বীর্য, বুদ্ধি, ও জ্ঞান আমাকে মোহিত করেছে। আরেকটি ব্যপার হচ্ছে রোবটাসুরের স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা। অন্যদিকে গুর্খার স্বকীয় কোনো কৃতিত্ব নেই, সে শুধু মানুষের দিকনির্দেশনা পালন করে গেছে। তার সমস্ত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রোগ্রাম মানুষই যুগিয়েছে। গুর্খাকে মানুষ তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে, মানুষ তার প্রয়োজনে প্রশংসাও করেছে।

এই সাইন্স ফিকশনটা আমি নিয়েছি এক পৌরাণিক কাহিনী থেকে, যে পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করে আজও কিছু মানুষ তাদের আরাধ্য দেবীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আর কিছু সনাতনী প্রগতিশীলরা দেখান, তাদের ধর্মে দেবীর আরাধনা করে নারীকে কতো উচ্চ স্থানে জায়গা দিয়েছে!

আরে মশাই, দেবীর সৃষ্টিই তো হয়েছে পুরুষ দেবতাদের প্রয়োজনে। মহিষাসুরের যখন দেব, দানব, নরের হাতে মৃত্যু হবে না, তখন একজন অবলা নারীর প্রয়োজন হয়েছে, যা মহিষাসুর নিজেও কখনো ভাবেনি। ঐ নারীর জায়গায় কুকুর বা শূকরও সৃষ্টি করে

তার হাতে অস্ত্র দিয়ে পাঠাতে পারতো দেবতারা, এটা দেবতাদের অসীম দয়া যে, তারা কুকুর- শূকর রেখে নারীকে নির্বাচন করেছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরসহ অন্যান্য পুরুষ দেবতার তেজদীপ্ত জ্যোতিতে সৃষ্টি হয়েছিলো দুর্গা। এরপর দুর্গার হাতে একেক দেবতা তাদের একেক অস্ত্র তুলে দিয়ে দুর্গাকে শক্তির দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সবশেষে দেবী দুর্গা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেবতার প্রদত্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। এতে দেবী দুর্গার কৃতিত্ব কী, আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।

পিতৃতন্ত্র তার প্রয়োজনে নারীকে দেবী বানিয়ে আরাধনা করতে পারে, আবার ছিনাল বানিয়ে ভর্ৎসনাও করতে পারে। যদিও দেবী আর ছিনালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দু'টিই পিতৃতন্ত্রের কাল্পনিক সৃষ্টি।

সনাতনী বিঘ্যান: তিলতত্ত্ব

বগোবান মানুষের সৌন্দর্য এঁকেছেন অপূর্ব তুলির ছোঁয়ায়। মানুষকে তার নিজের মনের মতো আঁকিবুঁকি করতে করতে কোথাও ছিটেফোঁটা পড়ে গেছে। সনাতনী বিঘ্যান অনুযায়ী মানবদেহে বগোবানের এই ছিটেফোঁটাকে বলা হয় তিল। বগোবান কিন্তু অসতর্ক হয়ে বা খেয়াল খুশিমতো এই ছিটাফোঁটা ফেলেন নি, এর গভীর একটা অর্থ নিহিত রয়েছে।

সনাতনী বিঘ্যানের অন্যতম একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার হলো বগোবানের এই ছিটেফোঁটার অর্থ উদ্ধার করা। আপনার কোন জায়গায় তিল থাকিলে কী হবে, আপনি কি জানেন? যদি আপনি এই বিষয়ে অজ্ঞ হন, তাহলে সনাতনী বিঘ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি এখন আপনাদের জন্য সনাতনী বিঘ্যানে তিলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

তিলতত্ত্বের এই আলোচনাটি আমি "লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪২১ বঙ্গাব্দ" এর ১৯৫ পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে সহজবোধ্য করে লেখার চেষ্টা করেছি। লেখাটি পড়ার আগে দয়া করে একটা আয়না নিয়ে বসুন এবং বিবস্ত্র হন। আর আয়নার প্রয়োজন হবে না, যদি আপনার একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী থাকে। এবার নিজের সমস্ত শরীরকে একবার চেক করুন বা সঙ্গী দিয়ে চেক করান, কোথায় কোন তিল আছে, তা নির্ধারণ করুন। এইবার সনাতনী বিঘ্যানুসারণে নিম্নের লেখাটি পড়ে দেখুন:

- ললাটের (কপাল) দক্ষিণ (ডান) পাশে নাসার (নাক) উপরে তিল থাকিলে দৈবধন (এই ধন সরাসরি বগোবান দ্বারা প্রেরিত) ও যশ (খ্যাতি) লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
- নেত্রের (চোখ) নিম্নে তিল অধ্যাবসায়ীর চিহ্ন।

- গণ্ডস্থলে (গালে) তিল থাকিলে ধনশালী হয় না।

- নিম্ন ও উপর ওষ্ঠের (ঠোঁট) তিল বিলাসিতা ও প্রেমের চিহ্ন।

- কণ্ঠের (গলা) তিল বিবাহ দ্বারা ধনলাভ প্রকাশ করে। (আয়না ধরে দেখলাম যে আমার এই তিল আছে, তাও একটা, দুইটা নয় তিন তিনটা অতএব ...)

- বক্ষস্থ (বুকের মাঝখানে) তিল সুস্থ দেহ ও ভাগ্যের পরিচয়।

- দক্ষিণপঞ্জরস্থ (ডান পাঁজর) তিল হীনবুদ্ধির চিহ্ন।

- উদরের (পেট) তিল পেটুক ও স্বার্থপরতার লক্ষণ।

- ভ্রুনিম্নস্থ (চোখের ভ্রুর নিচে) তিল জীবনব্যাপী দুঃখ ও দারিদ্র্যের পরিচায়ক।

- ললাটের বামপাশের তিল যা কেশের (চুল) নিকটবর্তী দুঃখ ও দুশ্চরিত্রের চিহ্ন।

- ললাটের বামপাশে কর্ণের (কান) দিকে তিল অপব্যয় ও অখ্যাতি ঘোষণা করে।

- নাসিকার দক্ষিণপাশে চক্ষুর দিকে তিল দীর্ঘজীবী ও ধনবানের চিহ্ন।

- নাসিকার বাম পাশের তিল নির্ধন, অপব্যয়ী ও মূর্খের পরিচায়ক।

- দক্ষিণপদের (ডান পা) তিল জ্ঞানের পরিচায়ক।

- বামগণ্ডের (বাম গালের) তিল দাম্পত্য ও প্রেমে সুখী হবার চিহ্ন।

- কর্ণমধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন।

সনাতনী বিঘ্যান বলে, তিল কখনো সৌভাগ্যের কখনো বা দুর্ভাগ্যের। তাই নিজের এবং নিজের আপনজনের তিল, তিলের স্থান ভালো করে পরীক্ষা করুন। প্রয়োজনে সনাতনী তিলশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করুন, যা বিঘ্যানের অংশ। ভুলেও বিঘ্যানকে কখনোই অস্বীকার করতে যাবেন না, তাহলে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে।

মহাম্যাডের ঘাম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোবারকের মাজেজা

(লেখাটা পড়ার সময় বারবার মনে হতে পারে, ইছলামের নবীকে নিয়ে লেখক বাড়াবাড়ি রকমের রূপকথার গল্প ফেঁদে বসেছেন। ভুলটা ভাঙবে একেবারে শেষে গিয়ে। তাই লেখাটা শেষ পর্যন্ত পড়া আবশ্যক।)

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইচলাম হলো সমস্ত বিগ্যানের বিগ্যান। আর ইচলামী বিগ্যানুসারে সমস্ত বিগ্যানের মুলে রয়েছেন একজন, তিনি হলেন নবী মহাম্যাড। এই পৃথিবী আকাশ, বাতাস, গাছ, নদী, ফুল, ফল, মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখীসহ সব কিছুর আদি এবং একমাত্র উৎস হচ্ছে আমাদের পেয়ারের নবী মহাম্যাড। আল্লাহ্ আসমানে শাজারাতুল ইয়াক্কীন নামক চারটি শাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অথচ নজরকাড়া সুন্দর একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন। এই বৃক্ষে আল্লাহ্ তাহার আপন নূর হইতে আমাদের পেয়ারের নবী মহাম্যাডের নূর সৃষ্টি করে তা বহু সংখ্যক সাদা মুক্তা দিয়ে খুব সাবধানতার সাথে জড়িয়ে রেখে সুন্দর ময়ূর পাখির মতো আকার দান করে হাজার হাজার বছর সে গাছের ওপর উপবিষ্ট করে রাখেন।

পাখিটি সেই গাছের ওপর বসে ৭০ হাজার বছর যাবত আল্লাহর মহিমা, তাসবীহ-তাহলীল, ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ্ খুব আকর্ষণীয় একটি আয়না বানিয়ে পাখিটির সামনে তুলে ধরেন। পাখিটি আয়নার মধ্যে তার মনোরম ও অতি সুন্দর আকৃতি দেখে আল্লাহর কাছে শোকরানা আদায় করেন। এইভাবে চলে গেলো আরও অনেক বছর। ময়ূর আকৃতির পাখিটি আরও অনেক বছর সেই গাছে বসে আল্লাহার জিকির করার এক পর্যায়ে আল্লাহ্ রহমতের নজরে দৃষ্টিপাত করেন। তাতে পাখিরূপ উক্ত নূরে মহাম্যাডী লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়েন এবং ঘামতে থাকেন।

আল্লাহর এই মহব্বতের দৃষ্টির ফলে নূরে মহাম্যাডী থেকে যে ঘাম বের হয়, তা থেকেই মহান আল্লাহ্ আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেন। এ কারণেই রাচুলের আরেক নাম উম্মী রাখা হয়েছে। আরবী ভাষায় উম্মন শব্দের অর্থ হচ্ছে মূল। সুতরাং নবী মহাম্যাডই হলেন সকল সৃষ্টির আদি উৎস। অতঃপর পাখিরূপ নূরে মহাম্যাডী হাজার হাজার বছর তথায় অবস্থান করে আল্লাহার ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকেন। তারপর আল্লাহ্ নূরে মহাম্যাডী হতে সমস্ত নবী ও রাসুলগনের রূহসমূহ পয়দা করেন। সেই সব রূহকে কালেমা ই তাইয়্যিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে সকল নবী রাচুল উক্ত কলেমা পাঠ করে হযরত মহাম্যাডকে নবী বলে স্বীকার করে নেন। এ কারণেই তিনি হলেন সাইয়্যিদুল মুরসালীন বা প্রেরিত মহাপুরুষদের সর্দার। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি খাতেমুল আম্বিয়াই নন, তিনি ফাতেহুল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগণের সূচনা। আল্লাহ্ সর্বপ্রথম হযরত মহাম্যাডের নূরকেই সৃজন করেছেন, যার থেকে সকল কিছুর সৃষ্টি।

এর কিছুদিন পর মহান আল্লাহ্ একটি অতি মনোরম ঝাড়বাতি নির্মাণ করলেন। ঝাড়বাতি নির্মাণ করে নিজের আকৃতিতে নবীর আকৃতি তৈরি করে উক্ত ঝাড়বাতির মধ্যে অতি সযতনে সংরক্ষণ করতে থাকেন। রাসুলেফাকের সংরক্ষিত আত্মার চারপাশে সকল মানবাত্মা ঘুরে ঘুরে হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহার তাসবিহ-তাহলীল পাঠ করতে থাকেন। একদিন আল্লাহ্ সকল মানবাত্মাকে নির্দেশ প্রদান করেন, হে আত্মাসমূহ, তোমারা সবাই মিলে আমার বন্ধু (ইচলামী বিগ্যানুনুযায়ী আল্লাহর কাছে সব মানুষ দাস হলেও শুধুমাত্র মহাম্যাডই তার বন্ধু) হযরত মহাম্যাডের পবিত্র নূরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করো। আল্লাহার নির্দেশে সকল মানবাত্মা নূর এ মহাম্যাডির দিকে দৃষ্টি দিলো। ফলশ্রুতিতে –

- যে মানবাত্মাগুলো সর্বপ্রথম রাচুলের মাথা মোবারকে দৃষ্টি দেয়, তারা পৃথিবীতে খলিফা ও রাজা বাদশা হবার সৌভাগ্য অর্জন করে।

- যে সকল মানবাত্মা হুগুরের পবিত্র কপাল মোবারক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তারা দুনিয়াতে নিঃস্বার্থ জননেতা হয়েছে।

- যে রুহুগুলো রাচুলের ভ্রু মোবারক দেখতে পেয়েছিলো, তারা দুনিয়াতে ভালো শিল্পী হয়েছে।

- যারা কান মোবারক দেখতে পেরেছে, তারা দুনিয়াতে অগাধ ধন দৌলতের মালিক হয়েছে।

- যারা হুগুরের চক্ষু মোবারক দেখেছিলো, তারা ভালো কুরআনে হাপেজ হতে পেরেছে।

- যারা হুগুরের নাক মোবারক দেখেছে, তারা পৃথিবীতে চিকিৎসক ও ভালো আতর (সুগন্ধি) বিক্রেতা হয়েছে।

- যারা নবীজির মুখ দেখেছে, তারা খুবই রোজাদার হয়েছে।

- যারা তার গলা দেখেছে, তারা বিখ্যাত ওয়াজ ও উপদেশদানকারী এবং মুয়াজ্জিন হয়েছে।

- যারা তার দাড়ি দেখেছে, তারা খ্যাতিমান যোদ্ধা হয়েছে।

- যারা তার উভয় হাতের তালু দেখতে পেয়েছে, তারা সৌভাগ্যবান ও দানশীল হয়েছে।

- যারা তার উভয় হাতের পিঠ দেখতে পেয়েছে, তারা কৃপণ হয়েছে।

- যারা তার বুক দেখেছে, তারা প্রকৃত আলেম ও মুজতাহিদ হয়েছে।

- যারা তার পার্শ্বদেশ অবলোকন করেছে, তারা জিহাদি হয়ে গাজি বা শহীদ হয়েছে।

- যারা হাঁটু দেখেছে, তারা রুকু সিজদা দিতে শিখেছে।

- যারা পা দেখেছে, তারা ভ্রমণকারী ও শিকার কাজে পারদর্শিতা লাভ করেছে।

- আর যারা দুর্ভাগ্যবশত নূরে মোহাম্মদীর পবিত্র নূরানি শরীরের কিছুই দেখতে পায়নি, তারা ইয়াহুদি, নাসারা, কাফের, মুশরিক প্রভৃতি হয়েছে।

ওপরের ইচলামী বিগ্যান থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পেয়ারের নবী আল্লাহ্‌র বন্ধু মহাম্যাড থেকে। অবিশ্বাসীরা মহাম্যাডের কিছুই দেখতে পায়নি বলেই তারা অবিশ্বাসী হয়েছে।

এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন: মহাম্যাডের আর এমন কোন অঙ্গ থাকতে পারে, যা দেখে দুনিয়ায় মানুষরা কামুক হয়েছিলো?

(তথ্যসূত্র: "মরনের আগে ও পরে কবরের খবর"; লেখন – ইমাম গাযযালী (রহঃ), বাংলা অনুবাদ – মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী।)

সংখ্যালঘু নির্যাতনের সহি তরিকা

আপনার আশেপাশে কোনো হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিষ্টান/উপজাতিসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সাথে কি আপনার শত্রুতা চলছে? আপনি কি তাদের ওপর নির্যাতন করে প্রতিশোধ নিতে চান?

কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ নয়, সংখ্যালঘুদের আপনার অধঃস্তনে থাকার কথা থাকলেও বর্তমান আইন একজন সংখ্যালঘুকে এবং একজন মুসলমানকে সমান চোখে দেখে। (নাউজুবিল্লাহ)

বর্তমান আইন যেন সংখ্যালঘুদের অধিকার বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ। তাই শুধু সংখ্যালঘু বলে তাদের ওপরে আক্রমণ চালিয়ে পার পেয়ে যাওয়া বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সহজ কাজ নয়। তাদেরকে আক্রমণ করার সব থেকে আধুনিক, নিরাপদ ও সহি উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- যে কোনো কাজ করার আগে বিসমিল্লাহ্ বলে প্রথমে কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। যে সংখ্যালঘু পরিবারের সাথে আপনার শত্রুতা, যাদের জায়গা জমি আপনি নিজের জায়গা জমি হিসেবে ভোগদখল করতে চান, তাদের পরিবারের একজনকে টার্গেট করুন।

- আপনার টার্গেটের সেই ব্যক্তিকে একটু স্মার্ট হতে হবে। কম বয়সী পড়াশোনা করা ছাত্র বা বেকার হলে আরও ভালো হয়। সে ফেসবুক বা অন্যান্য ব্লগ ব্যবহার করে

অনলাইনে সময় দিলে তখন আপনি তাকে পরিপূর্ণভাবে টার্গেট করতে পারেন। ধরুন, আপনার টার্গেট ব্যক্তির নাম হচ্ছে দীপ্ত বড়ুয়া।

- এরপর আপনি দীপ্ত বড়ুয়াকে ইসলামবিদ্বেষী উল্লেখ তরে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা এবং হুজুরদের কাছে প্রচারণা চালাবেন।

- এবার আপনাকে দীপ্ত বড়ুয়ার ফেসবুক আইডি খুঁজে বের করতে হবে এবং একটি ফেইক আইডি দিয়ে তাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠিয়ে কিছুদিন অবজারভেশনে রাখতে হবে।

- যদি তার আইডি না থাকে বা খুঁজে না পান, তাহলে তার নামে একটা ফেইক অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে।

- এরপর তার রিয়াল আইডি থাকলে আপনার ফেইক আইডি দিয়ে তাকে নবীর অবমাননাকর বিভিন্ন বিষয় ট্যাগ করতে হবে। আর আইডি না পেলে ঐ একই বিষয়গুলো তার নামে করা ফেইক অ্যাকাউন্টে একের পর এক আপলোড করতে হবে।

- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি যেসব হুজুরদের কাছে যাবেন, তারা এই সব ফেসবুক ভালো বোঝে না, তাদেরকে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের ব্যাপারটা বোঝাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

- এরপর আপনি ইসলামবিদ্বেষী, নবী অবমাননাকর বেশ কিছু পোস্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে ফটোকপি করে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার কথা 'প্রমাণসহ' প্রচার করুন।

- দেখবেন, আপনার প্রচারণায় কাজ হবে, ছাগল যেমন সানন্দে কাঁঠাল পাতা খায়, হুজুররাও তেমন মহা আগ্রহে ধর্মানুভূতি খাবে।

- এরপর একদিন গণ্যমান্য ইমাম, আলেম, ওলামা, মাশায়েখ নিয়ে মিটিং-এ বসুন। এর মধ্যে সিনিয়ার কাউকে যার ধর্মানুভূতি প্রবল, তাকে প্রধান করে ঐ ছেলে ও তার পরিবার এমনকি আশেপাশের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

- অনেকেই ফাঁসি দেয়া বা হত্যা করার কথা বললেও মনে রাখবেন, ইসলাম একমাত্র মানবিক ধর্ম, তাই তাদের ওপর হামলা করাকেই নিরাপদে বেছে নিতে পারেন। হামলা করার কারণ হিসেবে তো ধর্মানুভূতি আছেই।

- আপনাদের এই হামলার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবগত করতে ভুলবেন না, কারণ কোনো সমস্যা হলে তারা ভালো সমর্থন দিতে পারবে।

- এরপর শুভ একটা দিন দেখে যত বেশি সম্ভব জেহাদি ছেলেপেলে মাদ্রাসা থেকে সংগ্রহ করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এই অবিশ্বাসী, ইসলামবিদ্বেষীদের ওপর। তাদের মন্দির ভেঙ্গে তছনছ করে দিন। তারা দেখুক, তাদের দেবতারা কতো অসহায়। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিন। তাদের বাড়িতে মেয়ে থাকলে গনিমতের মাল হিসেবে ধর্ষণ-নির্যাতন করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, হিন্দুসহ অন্য ধর্মের মেয়েদের গায়ের গন্ধই আলাদা, টেস্টও আলাদা। সংখ্যালঘুদের ধর্ষণ করার মধ্যে আলাদা একটা জিহাদি জোশ আছে, যা নিজের ধর্মের মেয়েদের মধ্যে আপনি কখনোই পাবেন না।

- ওপরের ধাপগুলো শেষ করার পরে আইনী দৌড়াদৌড়ির জন্য একটু প্রস্তুত থাকবেন। মনে রাখবেন, এটা অল্প কিছুদিনের জন্য, আস্তে আস্তে পরিবেশ শান্ত হয়ে যাবে। ঐ সংখ্যালঘু পরিবারও তাদের ভিটামাটি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আবাসে চলে যাবে।

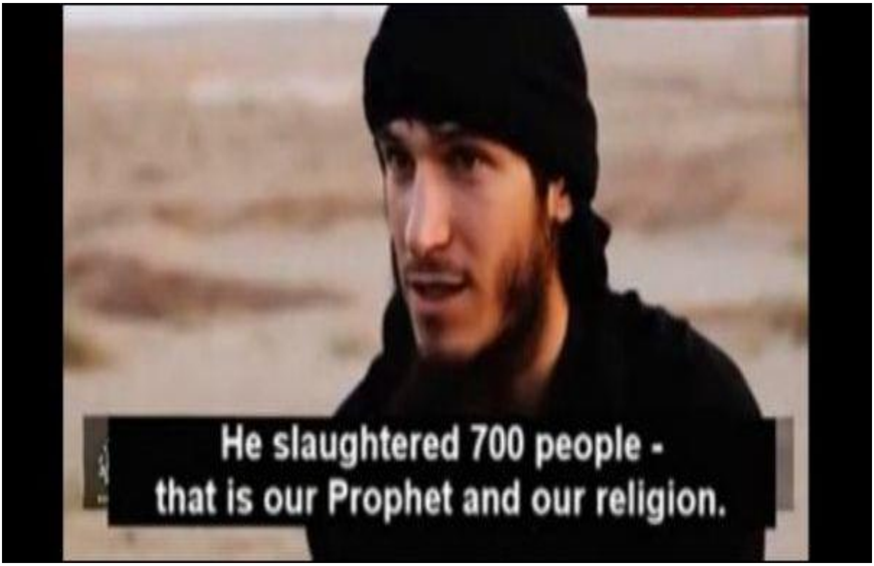
ওপরের এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সহি উপায় দীর্ঘদিন সংখ্যালঘুদের ওপরে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা এবং প্রয়োগ করে প্রমাণিত। তাই আপনিও নিরাপদে এই উপায় অবলম্বন করতে পারেন। মনে রাখবেন, ইসলামের জন্য হলেও দেশকে দারুল ইসলাম বানাতে চাইলে এমন একটু-আধটু নির্যাতন দোষের কিছু নয়।

নবী ৭০০ মানুষকে হত্যা করেছেন, তিনিই আমাদের নবী, আমাদের ধর্ম

অবশেষে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধা আবু মোহাম্মদ আর রুসি (Abu Muhammad Ar-Rusi) খোলামেলাভাবেই অকপটে কিছু কথা বলেছেন, যা আমাদের নিরেট বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দেয়। রাশিয়ান ভাষায় দেয়া সাক্ষাৎকারের ভিডিও (ইংরেজি সাবটাইটেলসহ) দেখে নিতে পারেন এখানে।

রুসি বলেছেন, আজ ইসলামিক স্টেটকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার মার্কিন ষড়যন্ত্রে সামিল হচ্ছে কিছু নামেমাত্র ইসলামিক দেশ। আজকে যারা মুসলমান হয়েও আইএস-কে সন্ত্রাসী বলে মনে করে, সেই সব মডারেট নামধারী মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি যা বলেন, তা হুবহু আমি ইংরেজি সাবটাইটেল অনুসারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

You accuse us of the mass killing of Muslims, saying that we are blood-shedding murderers. Didn't the Prophet Muhammad and his companions shed blood? Haven't you read his biography, written by Ibn Hisham, which says that the Messenger of Allah killed 700 people in a single battle? He slaughtered 700 people—that is our Prophet and our religion.



মোহাম্মদের জীবনী পড়লে জানা যায়, মুহাম্মদের নির্দেশে বানু কুরাইজা নামক এক ইহুদী উপজাতির ৬০০-৯০০ জন নিরপরাধী ইহুদিকে জবাই করে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে পুরুষদের প্রকাশ্যে জবাই করা হয়, আর নারী ও শিশুদেরকে দাস বানানো হয়। নবী মুহাম্মদ নিজে এই জবাই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে জবাই করেছেন বলে দাবি করেন রুসি।

রুসি বলেন, নবী তাদেরকে হত্যা করেছিলেন কারণ তারা নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং নবীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আইএস নবীর দৃষ্টান্তকেই অনুসরণ করে। (Prophet Muhammad beheaded the Qurayzah men because he considered them to have betrayed him and effectively revolted against his rule. So the Islamic State here is following Muhammad's example quite closely.)

নবীকে অনুসরণ করা প্রত্যেকটি খাটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য, যা আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দেয় এবং কোরআন আমাদের শেখায়। Qur'an Sura 33:21, "Indeed in Allah's Messenger (Mohammad) you have an excellent example to follow for him who hopes in (meeting with) Allah and the Last Day ..." আইএস প্রকৃতভাবে নবীকে অনুসরণ করছে, কোনো সন্ত্রাস করছে না।

রুসি নবীর এই উদাহরণ টেনে বলেন যে, ইসলামে মধ্যপন্থার কোন সুযোগ নেই। দারুল হারবকে দারুল ইসলাম করতে হলে হয় মুসলমান হতে বাধ্য করতে হবে না হলে হত্যা করতে হবে। তিনি বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের আইএস-এ যোগদান করতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "I say to all our Muslim brothers and sisters: Join the Islamic State. Join your brothers. Do not wait until death comes to you. Do not wait until the path is blocked."

আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ্র সেই নির্দেশ, যা তিনি কোরআনে বলেছেন। কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে:
বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের থেকে যারা জেহাদ করে তাদের আল্লাহ্ মহাপুরুস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা নিসার ১৩ নং রুকূর ৯৫ নম্বর আয়াত)

তাই আইএস যা করছে, তা পুরোপুরিই ইসলামিক এবং আল্লাহ্ তার পুরস্কার অবশ্যই দিবেন। যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না, তারাই বরং আইএস-কে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে অভিহিত করে।

তথ্যসূত্র ০১, তথ্যসূত্র ০২, তথ্যসূত্র ০৩

উম্মে কুলসুমের সহিত সহি ডেটিং এবং অতঃপর...

উম্মে কুলসুমকে লইয়া সহিভাবে পার্কে বসিয়া মহব্বত করিতেছি। উম্মে কুলসুম বোরকা পরিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। আমি কুলসুমের হাতমোজা খুলিয়া তাহার হস্তটা আমার হস্তে তুলিয়া লইলাম। কুলসুম আবার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, কীভাবে ইসলামসম্মত ফ্রেম করিতে হইবে, সে সম্পর্কে আমাকে বয়ান দিতেছিলেন।

উম্মে কুলসুম বলিতেছিলেন, "ইসলামে ফ্রেম হারাম নয়, বরং ফ্রেম ফবিত্র। আদম হাওয়ার ফ্রেমের ফলেই তো আমাদের আগমন। মা-বাবার ফ্রেমের মাধ্যমেই তো আমাদের জন্ম। ফর্দা করিয়া ফ্রেম খারাপ খিছু নহে।"

তাহার বয়ানের দিকে আমার এক্কেবারেই মনঃসংযোগ নাই, আমি তখন উম্মে কুলসুমের কালো বোরকার মধ্যে ফর্শা নরম তুলতুলে হস্ত ধরিয়া গবেষণায় নিমগ্ন। উম্মে কুলসুম বলিলো, "এখানে কিচ্ছুই হইবে না চলেন আমার বাসায় চলেন, বাসায় আজ কেউ নাই, ওখানে নিরিবিলিতে আপনাকে ওয়াজ শুনাইবো।" আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম।

অগত্যা উম্মে কুলসুমের সহিত তাহার বাটিতে উপস্থিত হইলাম। উম্মে কুলসুম আমার জন্য কফি প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহাকে নিবারিত করিলাম। উম্মে কুলসুম আমার ফাশে বসিলো, কাসে আসিলো, আরও কাসে, আরও...

আমি উম্মে কুলসুমের মাঝে ডুবিলাম, উম্মে কুলসুম আমার মাঝে ডুবিলো। কিছুক্ষন ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া এইভাবে ডুবিয়া থাকিয়া অতঃপর সজ্ঞান হইলো। "ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

আমি ইহা কী করিতেছি? বিবাহ না করিয়া ইহা কি অনাচার নহে? আমি আল্লাহার নিকট কী জবাব দিবো?"

সত্যি কথা বলিতে, আমার ইচ্ছা যেমন নিবৃত করিতে পারিতেছিলাম না, অধিকন্তু আমার ধর্মও আমাকে নিষেধ করিতেছিলো। আমি দোটানায় পড়িয়া ইসলাম বিশেষজ্ঞ উম্মে কুলসুমের কাছে জিজ্ঞাস করিলাম, "আমি এখন কী করিবো?"

উম্মে কুলসুম বলিলো, "সখা, আফনি কি জানেন, আল্লাহ্ কোরআনের সূরা হিজরের (১৫ নম্বর সূরা যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে) ৪ নম্বর রুকূর ৪৬ নম্বর আয়াতে কি নির্দেশ দিয়েছেন?"

মনে মনে বলি, আমার তো জাকির নায়েকের ন্যায় কোরআন মুখস্ত নাই, থাকলে এখনই সমাধান হইয়া যাইতো। তারপরও আমি ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ, তাই ভাবিলাম, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এগুলো করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাই আমি মুখে কিছু না বলিয়া তড়িঘড়ি করিয়া উম্মে কুলসুমের বাটি হইতে প্রস্থান করিলাম, মনকে বুঝাইলাম, বিবাহ না করিয়া এসব ঠিক নহে, ইহা অনাচার, ইহা নাস্তিকদের কর্ম। আমার এই রকম প্রস্থান দেখিয়া ইসলাম বিশেষজ্ঞ উম্মে কুলসুম মারাত্মক গোসসা করিলেও মুখে কিছু বলিলেন না, অগত্যা আমি চলিলাম আর তিনি চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

মনের মধ্যে খুঁতখুঁতি রহিয়াই গেলো, কী করিলাম আমি! আল্লাহ্ কী বলিয়াছেন ১৫ নং সূরার ৪৬ নম্বর আয়াতে? ফাক-ফবিত্র হইয়া অজু করিয়া বাংলা কোরআন নিয়া আদবের

সহিত উন্মুক্ত করিলাম। ইহার পর ১৫ নং সূরা হিজরের চতুর্দশ পারার ৪ নম্বর রুকূর ৪৬ নম্বর আয়াত বাহির করিয়া দেখি সেখানে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন:

"তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ করো।"

আমি নিজের আস্তানায় বসিয়া এখন নিজ মস্তকের কেশ নিজেই টানিতেছি এবং প্রেমিকাকে ফোন দিয়াই যাইতেছি। প্রেমিকা একবার ফোন উঠাইয়া বলিলো, "আফনার মতো হাঁদারাম বুদ্ধুর সাথে আর জীবনেও কথা নেই, আফনি ইসলাম বুঝেন না।"

হে আল্লাহ্, তুমি বলিয়া দাও, আমি এখন কী করিবো?

শান্তি ভয়ংকর

১.ভয়ংকরতম রাষ্ট্রসমূহ

ওয়াশিংটনভিত্তিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টারসেন্টার বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর রাষ্ট্রগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সূচকের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘদিনের গবেষণার ভিত্তিতে পৃথিবীর সব থেকে ভয়ংকর ১০টি রাষ্ট্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকার সবার ওপরে রয়েছে ইরাক। নিম্নে ভয়ংকর ১০ রাষ্ট্রের তালিকা ক্রমানুসারে দেয়া হলো:

১) ইরাক

২) নাইজেরিয়া

৩) সোমালিয়া

৪) আফগানিস্তান

৫) ইয়েমেন

৬) সিরিয়া

৭) লিবিয়া

৮) পাকিস্তান

৯) মিসর

১০) কেনিয়া

কেনিয়া ছাড়া বাকি সবগুলো দেশই মুছলিমপ্রধান। অর্থাৎ এই তালিকার প্রথম ন'টি দেশই মুছলিম জাহানের অন্তর্গত।

২. শান্তিতে ইসলামের অবদান: শুধু নভেম্বরেই হত্যা ৫০৪২

মনে আছে ইসলামী মানবতার কথা, যখন ইসরাইল গাজায় আগ্রাসন চালিয়েছিলো? সর্বসাকুল্যে সেই আগ্রাসনে নারী-শিশুসহ প্রায় ২০০০ মানুষ মারা যায়। এই দু'হাজার মানুষের জন্য তখন মুসলমানদের মানবতা ফেসবুকের পাতায় পাতায় ডুকরে ডুকরে কান্নাকাটি করছিলো। ফটোশপে নারী ও শিশুদের বিকৃত ছবি তৈরি করে ইসলামী মৌলবাদকে আবার চাঙ্গা করা হয়েছিলো। ইসরাইলের আজরাইলগিরি কেউ সমর্থন না করলেও এই ইস্যু নিয়ে এদেশের সংখ্যালঘুরাও মুসলমানদের রক্তচক্ষু দেখেছিলো। বেগতিতে পরা প্রগতির ঝাণ্ডাধারী আবাল বামগুলারও মানবতাদণ্ড তখন উত্থিত হয়েছিলো। তারাও মানববন্ধন থেকে শুরু করে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে মানবতার মুখমৈথুন করছিলো।

হ্যাঁ, অবশ্যই গাজায় মানবতার লঙ্ঘন ঘটেছিলো, কিন্তু শুধু নভেম্বর ২০১৪-এর ৩০ দিনে বোকো হারাম, আইএসসহ অন্যান্য ইসলামিক মিলিট্যান্টরা পৃথিবীর ১৪ টি দেশে ৬৬৪ টি হামলার মাধ্যমে একমাসে হত্যা করে ৫০৪২ জন নিরীহ মানুষকে, এটা কি মানবতার লঙ্ঘন নয়? BBC World Service in collaboration with ICSR এর সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তথ্য উঠে আসে।

হামলাগুলোর মধ্যে ইরাক এবং সিরিয়ায় সব থেকে বেশি আক্রমণ হয়। ইরাক ও সিরিয়ায় ৩০৮টি হামলায় মোট মৃতের সংখ্যা ২২০৬ জন, যা মোট নভেম্বরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদানের প্রায় ৪৪ ভাগ। অন্যদিকে ইরাক, সিরিয়া, নাইজেরিয়া ও আফগানিস্তান এই ৪ টি দেশে ৮০ ভাগ মৃত্যু ঘটে মোট নভেম্বরের মৃত্যু সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে।

নভেম্বর মাসে ইরাকে সব থেকে বেশি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ইসলামিস্টরা। ২৩৩টি হামলায় এক মাসে শুধুমাত্র ইরাকে মারা যায় ১৭৭০ জন।

ইরাকের পরে ইসলামিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আছে নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ায় নভেম্বর মাসে মাত্র ২৭টি হামলায় মারা যায় ৭৮৬ জন, বলে রাখি, অল ক্রেডিট গৌজ টু বোকো হারাম।

এরপর শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আছে আফগানিস্তান। নভেম্বর মাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল কায়দাসহ অন্য জঙ্গি গ্রুপের অবদানে ১৫২টি হামলা হয়। ১৫২টি হামলায় আফগানিস্তানে মারা যায় ৭৮২ জন।

বিবিসি-র গবেষণা অনুসারে, এভাবে শুধু নভেম্বর মাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হত্যা করা হয় ৫০৪২ জনকে। প্রশ্ন হলো, এখন মডারেট মুসলমানদের মানবতা কই যায়? আবাল বামগুলা মানববন্ধন করে না কেন? এরপরও কি প্রশ্ন আসবে, কেন ইসলামের সমালোচনা মানবতাবাদী প্রগতিশীলরা বেশি করে? শেষ করছি মানবতাবাদী ছড়া দিয়ে -

(ছাগুর) মানবতার লিঙ্গ খাড়ায়
পড়লে বোমা গাজায়
(আবার) আইএস গলা কাটলে ছাগু
উদাস বগল বাজায়।
(সদাই) ইছলামীদের সব ব্যাপারে
চর্ম এদের মোটা,
(তখন) লিঙ্গ এদের নেতিয়ে থাকে
দাঁড়ায় না এক ফোঁটা।

তথ্যসূত্র ১, তথ্যসূত্র ২, তথ্যসূত্র ৩, তথ্যসূত্র ৪, তথ্যসূত্র ৫, তথ্যসূত্র ৬

শীতের রাতে একটুখানি ধর্মীয় উষ্ণতা: মহাভারতে যৌনতা

(সংকলিত)

হস্তিনাপুরের মহারাজ কৌরবপতি পান্ডু ছিলেন বিচিত্রবীর্যের পুত্র। যদিও বিচিত্রবীর্যের ঔরসজাত পুত্র তিনি ছিলেন না। নিঃসন্তান অবস্থায় মহারাজ বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু ঘটলে ভীষ্ম এবং সত্যবতীর ইচ্ছায় মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর মাতা অম্বালিকার গর্ভাধান করেন। ব্যাসদেবের উৎকট রূপ দেখে মিলনের সময়ে ভয়ে অম্বালিকার গাত্রবর্ণ হলুদ হয়ে গিয়েছিল তাই জন্মের পর মহারাজ পান্ডুরও গাত্রবর্ণ হলুদ হল এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁর শরীর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিল না।

পান্ডুর জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলে ভীষ্ম পান্ডুকেই হস্তিনাপুরের মহারাজ করলেন । যথাকালে মহারাজ পান্ডু বিবাহযোগ্য হলে ভীষ্ম তাঁর বিবাহের আয়োজন করলেন । মহারাজ কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা পৃথা যাঁর অপরনাম কুন্তী তিনি মহারাজ পান্ডুকে স্বয়ংবর সভায় পতিরূপে বরণ করলেন। সুন্দরী কুন্তীকে পত্নীরূপে পেয়ে মহারাজ পান্ডু বড়ই খুশী হলেন।

ভীষ্ম পান্ডুর আর একটি বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছায় মদ্রদেশের রাজা শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভগিনীকে পান্ডুর জন্য প্রার্থনা করলেন । পণের বিনিময়ে শল্য তাঁর সুদেহী দীর্ঘাঙ্গী রূপসী ভগিনী মাদ্রীকে মহারাজ পান্ডুকে সম্প্রদান করলেন।

দুজন সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর স্বামী হয়েও মহারাজ পান্ডু তাঁর স্ত্রীদের দেহস্পর্শ করলেন না। এমন নয় যে তাঁর স্ত্রীদের প্রতি যৌনাকর্ষণ ছিল না । তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নিজেকে প্রমান করার পরই তিনি পত্নীদের সম্ভোগ করবেন।

ছোটবেলা থেকে তাঁর পান্ডুবর্ণ এবং খারাপ স্বাস্থ্যের কারনে অনেকেই তাঁকে হীন জ্ঞান করতেন। এরপর ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের ফলে তিনি যখন সিংহাসনের অধিকার পেলেন তখন তাঁর কেবলি মনে হত নিজ যোগ্যতায় নয় তিনি কেবল ভাগ্যবশতঃ সিংহাসন লাভ করেছেন। তিনি নিজের বীরত্ব দেখিয়ে রাজা হওয়ার যোগ্য বলে প্রমান করতে চাইছিলেন ।

দুটি বিবাহের অল্পকাল পরেই মহারাজ পান্ডু সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ জয়ে নির্গত হলেন । তারপর প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরে তিনি বহুদেশ জয় করলেন এবং বহু ধনসম্পত্তি আহরন করলেন। সকলেই তাঁর বীরত্ব দেখে আশ্চর্য হল এবং বলতে লাগল যে মহারাজ পান্ডু সত্যিই রাজা হওয়ার যোগ্য ।

সেনাশিবিরে থাকাকালীন মহারাজ পান্ডু প্রতি রাত্রে একাকী শয্যায় তাঁর নববিবাহিত পত্নীদের কথা চিন্তা করতেন। কুন্তী আর মাদ্রী দুজনেই অপরূপ সুন্দরী এবং সর্বদিক থেকেই কৌরব বংশের রানী হওয়ার যোগ্য।

কুন্তী খুবই নরমস্বভাবী, মিষ্টভাষী এবং মমতাময়ী । এইরকম নারীর কাছেই পুরুষরা তাদের আশ্রয় খোঁজে। তার চক্ষু দুটি বিশাল ও স্বচ্ছ সরোবরের মত গভীর। নিখুঁত নাসা এবং রসালো লাল ওষ্ঠ দুটি তাকে করে তুলেছে খুবই আকর্ষনীয়। কুন্তীর স্তনদ্বয় গোলাকার এবং নত ঠিক যেন নিটোল দুটি বেলফল। গাত্রবর্ণ ননীর মত সাদা এবং ত্বক উজ্জ্বল। কুন্তী নাতিদীর্ঘা এবং তার শরীরের সব থেকে আকর্ষনীয় স্থান সরু কোমরের নিচে গুরু নিতম্বটি।

অপরদিকে মাদ্রীর দেহসৌন্দর্য ভিন্ন প্রকারের। সে দীর্ঘাঙ্গী এবং তার গাত্রবর্ণ বর্ষার মেঘের মত ঈষৎ ঘন। নিতম্ব অবধি ছড়ানো ঘন কালো কেশরাশি তার সৌন্দর্যকে করে

তুলেছে রহস্যময় । প্রবল যৌন আবেদনময়ী এই নারীর হস্ত এবং পদযুগল দীর্ঘ এবং স্তনদ্বয় উচ্চ। মাদ্রীর সুগঠিত নিতম্ব এবং রহস্যময় জঘনদেশ পুরুষের মনে তোলে এক কামনার আলোড়ন।

একাকী শয্যায় শুয়ে শুয়ে মহারাজ পান্ডু নিজের পত্নীদের অনাবৃত যুবতী দেহের কথা চিন্তা করেন। তাঁর পুরুষাঙ্গটি মিলনের আকাঙ্খায় জেগে উঠে জল থেকে তুলে নেওয়া মৎস্যের মত হাঁসফাঁস করতে থাকে।

এরপর যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তখন স্বপ্নেও তাঁর দুই স্ত্রী দর্শন দেয় । পান্ডু নিজেকে আবিষ্কার করেন পাখির কূজন এবং নদীর জলের কলকল শব্দে মুখরিত একটি অরন্যে ঢাকা পর্বত উপত্যকায়। সঙ্গে তাঁর দুই সুন্দরী পত্নী। মহারাজ অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন তাঁরা তিনজনেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। অনতিবিলম্বে মহারাজ সেই স্বর্গ্য উদ্যানতুল্য অরন্যের নরম কচি শিশিরমাখা ঘাসের উপর পত্নীদের নিয়ে শয়ন করেন এবং তাদের আদরে সোহাগে ভরিয়ে তোলেন।

কিছু সময়ের মধ্যেই মহারাজ পান্ডু স্বপ্নেই স্ত্রীদের সাথে রতিক্রিয়া শুরু করেন। তিনি ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকেন এবং মাদ্রী তাঁর কোমরের উপর অশ্বে চড়ার মত করে আরোহন করে। তাঁর দীর্ঘ লিঙ্গটি মাদ্রীর কোমল যোনিতে প্রবেশ করে এবং মাদ্রী খুশিতে শিৎকার দিয়ে ওঠে।

আর কুন্তী, সেও আর অপেক্ষা করতে না পেরে নিজের কুঞ্চিত কেশে আবৃত সুগন্ধী স্ত্রী অঙ্গটি মহারাজের মুখের কাছে নিয়ে আসে। পান্ডু সেটিকে চুম্বন করেন এবং সেটিকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করতে থাকেন।

এর খানিক বাদে মাদ্রী তাঁর দেহ থেকে নেমে যায় এবং কুন্তী তার স্থানে আরোহন করে। পান্ডুর দীর্ঘ লিঙ্গটি কুন্তীর কোমল যৌনাঙ্গে স্থানলাভ করে ধন্য হয়। এই যৌনআসনে মাদ্রী আর কুন্তী দুজনেই সঙ্গম করার পর মহারাজ পান্ডু তাঁর বুকের নিচে মাদ্রীকে নিয়ে সম্ভোগ করতে থাকেন।

মাদ্রী তার দুটি দীর্ঘ পদযুগল দিয়ে মহারাজের কোমর আলিঙ্গন করে। মহারাজের লিঙ্গটি জোরে জোরে মাদ্রীর আঁটোসাঁটো যোনিটিতে ওঠানামা হতে থাকে। মহারাজ চোখ বন্ধ করে এই স্বর্গ সুখ অনুভব করতে থাকেন আর কুন্তী তাঁর পৃষ্ঠদেশ ও নিতম্বে তার কোমল হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

মাদ্রীকে তৃপ্ত করার পর মহারাজ পান্ডু এবার মহারানী কুন্তীকে তাঁর বক্ষের নিচে টেনে নেন এবং তার পেলব মসৃণ যোনিতে নিজের লিঙ্গ প্রবেশ করান। তারপর তীব্র কামলালসায় মহারাজ কুন্তীকে সম্ভোগ করে যেতে থাকেন । তাঁদের সঙ্গমের মিলিত শিৎকার পাখির কূজন আর নদীর জলের কলরবকে ছাপিয়ে যায়। বৃক্ষচূড়ায় বসে থাকা শাখামৃগ আর হনুমানরা আশ্চর্য হয়ে তাঁদের এই যৌনকর্ম দেখতে থাকে।
মাদ্রী প্রথমে মহারাজের নিতম্ব এবং তারপর তাঁর অণ্ডকোষদুটি লেহন করতে থাকে । পরিশেষে মাদ্রী সব সঙ্কোচ ভুলে পান্ডু আর কুন্তীর লিঙ্গ এবং যোনির মিলনস্থলটিও নিজের কোমল জিহ্বা দিয়ে লেহন করতে থাকে।

এরপর ঘনিয়ে আসে সেই পরমক্ষণ। তীব্র মিলনের শেষে মহারাজ পান্ডু কুন্তীর তৃষ্ণার্ত যোনিতে তীব্রগতিতে তাঁর পুরুষরস নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এই সময়েই হঠাৎ মহারাজ পান্ডুর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তাঁর দুই সুন্দরী উলঙ্গ স্ত্রী শূণ্যে মিলিয়ে যায় । মহারাজ অবাক হয়ে দেখেন তিনি অরণ্যের তৃণের উপর নয় তাঁর সেনাশিবিরের শয্যায় শুয়ে আছেন এবং তাঁর লিঙ্গটি থেকে গরম বীর্যের স্রোত তাঁর পোশাক ভিজিয়ে দিয়েছে।

মহারাজ স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় বেশ নিরাশ হন। এখনও মাদ্রীর যোনিতে বীর্যপাত করা বাকি ছিল। কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে পড়ে রাজধানীতে ফেরার আর দেরি নেই। আর তারপর এই স্বপ্ন সহজেই সত্যি হতে পারে ।

(সূত্র - **মহাভারতে যৌনতা**, লেখক - **শামিম আহমেদ**, পৃষ্ঠা - **১৬**, **১৭**)

সারা বছর সানিস্বতীর পূজা করে একদিন সরস্বতীর পূজা কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের খেলার মাঠে প্রতিটি বিভাগ আলাদা আলাদাভাবে সরস্বতী পুজা করে থাকে। প্রতিটি বিভাগ তাদের দেবীকে সাজাতে তাদের বিভাগের কনসেপ্ট মাথায় রাখে। কোন বিভাগের দেবী কতো সুন্দর, এ নিয়ে হয় প্রতিযোগিতা। এইতো গত বছরও কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তার দেবীকে ডিজিটালভাবে সাজিয়েছে, দেবীর হাতে বইয়ের বদলে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ তুলে দিয়েছে। আশ্চর্য হলেও সত্য, ভক্তদের কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগেনি, বরং ভক্তিভরে সেই ডিজিটাল সরস্বতীকে পুজা করেছে তারা।

গীতায় ভগবান বলেছেন, ভক্তরা যেভাবে ভগবানকে কল্পনা করেন, ভগবান সেই রূপেই ভক্তের আরাধনা গ্রহণ করেন। তাহলে কেউ কেউ যদি তার ঈশ্বরকে সানি লিওনের রূপে কল্পনা করে ঈশ্বরের হাতে ডিলডো দিয়ে পুজা করেন, তাহলে ঈশ্বর তাদের পুজা নেবে না কেন? আর যদি বিকৃত ডিজিটাল সরস্বতী দেখে কারো অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, তাহলে সেক্সি সরস্বতী দেখলে অনুভূতিতে আঘাত কেন লাগবে?



বানিয়েছেন **দাঁড়িপাল্লা ধমাধম**

সরস্বতী বিদ্যার দেবী আর সানিস্বতী যৌনবিদ্যার দেবী বলে যারা তুলনা দিচ্ছেন তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সানি লিওনকে অন্তত তার পিতার সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতে হয়নি, পুরাণমতে যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন দেবী সরস্বতী। সরস্বতী পুরানে দুইভাবে সরস্বতীর জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। প্রথম কাহিনী মতে, সরস্বতী ব্রহ্মার নাতনী হলেও পরবর্তী কাহিনী অনুযায়ী সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। পৌরাণিক এইসব কাহিনীর বিস্তর মতপার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা হিসেবেই স্বীকৃতি দেন।

প্রথমেই বলে রাখি, বিজ্ঞান আমাদের যে শিক্ষা দেয়, যেমন - সন্তানের জন্মের জন্য মায়ের প্রয়োজন অপরিহার্য, বৈঘ্যানিক হিন্দুধর্ম তা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে ইতিমধ্যেই। আপনি বিজ্ঞানে আস্থা রাখবেন, নাকি হিন্দুধর্মে আস্থা রাখবেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দেবী সরস্বতীর কোনো মা ছিলো না। অর্থাৎ দেবী সরস্বতী কোনো মায়ের গর্ভে জন্ম নেননি। এমনকি তার জন্মপ্রক্রিয়ার কোনোখানেই নারীর সামান্য অবদানের নজির নেই।

সরস্বতী পুরাণের সরস্বতী-জন্মের প্রথম কাহিনী অনুযায়ী, আজকালকার ছেলেরা সানি লিওনকে দেখে যেমন হস্তের দ্বারস্থ হয়, ঠিক তেমনি ঊর্বশীকে দেখে স্বমেহন করতেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শুক্রাণু জমা হত একটি পাত্রে। সেই পাত্রেই জন্ম হয় ঋষি অগস্ত্যের এবং পরবর্তীতে অগস্ত্য জন্ম দেন সরস্বতীর। এই সূত্র অনুযায়ী - সরস্বতী ব্রহ্মার নাতনি।

আবার অন্য সূত্র বলে, ব্রহ্মার শুক্রাণু থেকে সরাসরি জন্ম হয় সরস্বতীর। কিন্তু আত্মজার রূপ দেখে মুগ্ধ হন পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি সরস্বতী বড় হলে তাঁর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে চান। জন্মদাতার কামনা থেকে বাঁচতে পালিয়ে যান সরস্বতী। কিন্তু শেষ অবধি হার মানতে হয় ব্রহ্মার কামনার কাছে।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা ধর্ম থেকে অনেক কিছু শিখলেও তারা স্বীকার করে না, এটাই সমস্যা। এই যেমন ধরুন, লিভ টুগেদার যা আমাদের কাছে নতুন, কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে ব্রহ্মা এবং সরস্বতী পরস্পর পিতা ও কন্যা হয়েও স্বামী-স্ত্রীর মতো পদ্মফুলে লিভ টুগেদার করেন ১০০ বছর ধরে। আসলে এটা লিভ টুগেদারও বলা যায় না, কারণ লিভ টুগেদারে দু'জনার সম্মতি থাকতে হয়। সহজভাবে বললে - এই ১০০ বছর ধরে ব্রহ্মা সরস্বতীকে ধর্ষণ করেছিলেন, সরস্বতী এই কাজ কখনোই করতে চাননি। কিন্তু এরপরেও ব্রহ্মার বিকৃত কামনা কমেনি।

ব্রহ্মার বিকৃতি এতো চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো যে, দেবী সরস্বতী অভিশাপ দিতে বাধ্য হন ব্রহ্মাকে। অভিশাপ দিয়ে বলেন, দেবতাদের মূলস্রোতে থাকবেন না প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ তিনি পূজিত হবেন না। সত্যি হিন্দু দেবতাদের মূলধারার মধ্যে পূজিত হন না ব্রহ্মা। রাজস্থানের পুষ্কর ছাড়া তাঁর মন্দির এবং অর্চনা বিরল।

কুপিত হয়ে সরস্বতী তাঁকে ছেড়েও চলে যান। দেবী থেকে রূপান্তরিত হন নদীতে। সেখান থেকেই বৈদিক যুগের সরস্বতী নদী। কৃষিপ্রধান সভ্যতার মূলে থাকা উর্বরতার উৎস এই নদীর উৎসমুখ ও প্রবাহ নিয়ে এখনও চলে গবেষণা।

যাদের এই কাহিনী পড়ে সংশয়বোধ হবে, তাদেরকে বলবো, দয়া করে আমার চোদ্দগুষ্ঠি নিয়ে চণ্ডীপাঠ করার আগে সরস্বতী পুরাণে সরস্বতীর জন্মবৃত্তান্তটা পড়ে নেবেন।

আজকাল তরুণদের সরস্বতী নিয়ে মধ্যে খুব একটা মাথাব্যথা দেখা যায় না, তারপরও বছরে একবার সরস্বতী পূজা এলে তখন তাদের আয়োজন শুরু হয়। সারাবছর সানি লিওন অর্থাৎ দেবী সানিস্বতীর আরাধনা করে বছরে একদিন দেবী সরস্বতীর আরাধনা

ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আসুন, সারা বছর যার আরাধনা করি, বছরের একটা দিন একমাত্র তারই পূজা করি আমরা। চলুন, আমরা মন্ত্রজপে দেবী সানিস্বতীকে আহবান করি এভাবে:

চুমো সানিস্বতী উর্বশী সাজে
আঃ কি যাদু তব চাহনে,
ন্যাংটারূপে বিশালবক্ষী
সদাই দেখি পর্ণমুভিতে।
আয় আয়, সানি, মন চায় তোরে....
কটিদেশদুলিত হিপহপ গানে,
সেক্সিনন্দিত কামুক বাণে
আগত স্বাগত সানি বিনাবস্ত্রে।

দেবীকে এভাবে আহবানের পর সবাই সম্মিলিতভাবে দেবীর অঞ্জলি দেবো এভাবে:

জয় জয় দেবি চরাচরসারে
কুচযুগশোভিত বস্ত্র ব্যতিহারে,
বীণারঞ্জিত চটি হস্তে
কামুকরতি দেবি নমোঃহস্তমৈথুনে।
ওঁ সানিস্বতী মহাভোগে
পর্ণবিদ্যে কোমল ঠাপনে
বিশ্বরূপে বিশালবক্ষা
যৌনাং দেহি নমোহস্তুতে।

* তথ্যগুলো সরস্বতী পুরান থেকে নেয়া ও মন্ত্রগুলো সংগ্রহের পর পরিমার্জিত করা।

ইছলাম - সর্বোচ্চ বিজ্ঞান

অনেকেই বলেন সৌদিরা নাকি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে না, আজকে দেবো তাদের গবেষণার প্রমাণ! পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে - এই তথ্যকে ভুল 'প্রমাণ' করেছেন সৌদি আরবের এক আলেম। নিজের গবেষণার কথা বলে তিনি দাবি করেছেন, পৃথিবী একটি নিশ্চল বস্তু, এটি নড়তে পারে না। শেখ বানদার আল খাইবারি নামে ওই ব্যক্তির এই 'আবিষ্কার' একুশ শতকের বিজ্ঞানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার দাবি তুলেছে।



শেখ বানদার আল খাইবারি

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিজের গবেষণাকর্ম সম্পর্কে বক্তব্য দেন শেখ বানদার। সে সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্পর্কে বলেন। আল আরাবিয়ার এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে হাফিংটন পোস্ট এমন কথাই বলেছে।

নিজের গবেষণা সম্পর্কে বোঝাতে শেখ বানদার বলেন, পৃথিবী নিশ্চল এবং তা নড়াচড়া করতে পারে না। যদি পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘুরত, তাহলে বিমান কখনই তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারত না। দেখে নিতে পারেন, ইংরেজি সাবটাইটেলসহ তার বক্তব্য।

আরবের এই গবেষক প্রচলিত কোপার্নিকাসের মডেলকে খারিজ করে দিয়েছেন। বিশ্বের কোনো বিজ্ঞানই তার গবেষণার ফলকে অস্বীকার করতে পারবে না বলেও দাবি করেছেন শেখ বানদার। একই সঙ্গে নাসার চাঁদে যাওয়ার বিষয়টি হলিউডের সৃষ্টি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। নাসা বা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এই আলেমের আবিষ্কারের ব্যাপারে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

যাইহোক, ইসলামি শরিয়তের প্রকাশ্য দলিলগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, পৃথিবী নয়, সূর্যই আসলে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। এই ঘোরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমন ঘটে। আমাদের হাতে নিম্নোক্ত এই দলিলগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী এমন অন্য আর কোনো দলিল নেই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘোরার দলিলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি । সূর্য ঘোরার দলিলগুলো হলো:

(فَـاِنَّ اللهَ يـأْتـيِ باِ لشَّـمـس مِن المَـشـرِقِ فَـأْتِ بِـهـاَ مِـن المَغرِبِ)

“আল্লাহ তাআ’লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।” (সুরা বাকারাঃ ২৫৮)

সূর্য পূর্বদিক থেকে ওঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলিল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর ওপর পরিভ্রমণ করে বা সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

فَـالـَمَّا رَأي الشَّـمسَ بَازِغـَةً قَالَ هَـذَا رَبـِيِّ هَـذَا أَكـبَـرُ فَـالـَمّـَا أَفَـالـَت قلَ يَاقَـومِ اِنـّي)
(بَــرِيءٌ مّـِمـاَّ تُـشـْــرِكُــونَ (سورة النع

"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।" (সুরা আনআ'মঃ ৭৮)

এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয়নি, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘুরতো, তাহলে অবশ্য তা বলা হত।

وَتَرَي الشَّمسَ اِذَا طَلَعَت تـَتَـزَا وَرُ عَـن كـَهـفِـهـِم ذَاتَ اليـَمِـينِ وَاِذَا غـرَبـَت تـقـرِضـُهُم)
(: ذَاتَ الشـِّــمَـالِ (سورة الكهف

অর্থাৎ- "তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায় (সুরা আল-কাহাফঃ ১৭)।"

পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে, পৃথিবী থেকে নয়। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলা হতো – সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়া এখানে সূর্যকে নির্দিষ্ট করে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকেও বোঝা যায় যে, আসলে সূর্যই ঘোরে, পৃথিবী নয়।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضَ بِالحَقّ يُكَـوِّرُ اللَّيلَ علي النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ علي اللَّيلِ وَ)
(سَخَّارَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ كُلٌّ يَجرِي لِأَجَلٍ مُسمَّي أَلَا هُوَ العَزِيزُ الغَفَّار(سورة الجمار

অর্থ: "তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল (সুরা যুমারঃ ৫)।"

আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর ওপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো, তাহলে বলা হতো, দিবা-রাত্রির ওপর পৃথিবীকে ঘোরানো হচ্ছে। কিন্তু বলা হয়েছে, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান।" এ দলিলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। (সংগৃহীত)

সৌদি আলেমের এই সহি আবিষ্কার নিয়ে ইতোমধ্যেই সৌদি আরবে শোরগোল পড়ে গেছে। আপনারা এখন কিসে আস্থা রাখবেন? বিজ্ঞানের বাড়াবাড়ি না সূর্যের ঘোরাঘুরি?

ছহীহসম্মত হাগা-মুতায় ঢিলা-কুলুখের ভূমিকা

ইছলামে অবিচ্ছেদ্য ও অবশ্যপালনীয় রিচ্যুয়াল ঢিলা-কুলুখ সম্পর্কে গড়পড়তা মুছলিম একেবারেই অজ্ঞ। একবার এক মেয়েবন্ধুর ঢিলা-কুলুখ সম্পর্কে একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমার মস্তিষ্কের স্ক্রু-ই ঢিলা হয়ে গেছিলো!

একটি প্রশ্ন ছিলো - ঢিলা-কুলুখ মহিলাদের ব্যবহার করার কোনো বিধান আছে কি না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, প্রস্রাবের ক্ষেত্রে মহিলাদের ঢিলা-কুলুখ রীতি পালনের বিধান না থাকলেও পায়খানার ক্ষেত্রে রয়েছে। পায়খানার ক্ষেত্রে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের কথা জীবনে সে প্রথম শুনেছে বলে আমার কথা বিশ্বাসই করলো না!

একদিন ঢিলা-কুলুখ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেয়ে ইসলামিক কোয়েশ্চন ডট অরগ নামে এক ওয়েবসাইটে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই, যা ইছলামের স্বার্থে সকলের সাথে শেয়ার করার প্রয়োজন মনে করছি।

- ঢিলা-কুলুখ কি পুরুষ-মহিলা উভয়ে ব্যবহার করবে?

- পায়খানার পর পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য তিন বার ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আর পেশাবের পর পুরুষ ব্যবহার করবে; মহিলাদের জন্য না করার অবকাশ আছে।

- পেশাবের পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারকালে পুরুষরা কী করবে?

- পেশাবের পর ঢিলা-কুলুখ নিয়ে হাঁটাচলা করে, কিম্বা কাশি দিয়ে বা নড়াচড়া করে, কিংবা অভ্যাস অনুযায়ী যে কোনোভাবে পেশাবের ফোঁটা বন্ধ হয়েছে এরূপ নিশ্চিত হতে হবে। মহিলাদের জন্য এর প্রয়োজন নেই।

- পায়খানার পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের নিয়ম কী?

- প্রথম ঢিলা-কুলুখটি পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, দ্বিতীয়টি সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে, তৃতীয়টি পেছন দিক থেকে সামনের দিকে এ নিয়মে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা অধিক পবিত্রতার অনুকূল। আর যদি অণ্ডকোষ ঝুলানো থাকে তাহলে প্রথমটা সামনের দিক থেকে আরম্ভ করা। মহিলাগণ সর্বদা প্রথমটা সামনের দিক থেকে শুরু করবে। সূত্র– নুরুল ইযাহ।

- কেঁচোর মাটি দ্বারা ঢিলা-কুলুখ করা জায়েয আছে কি না?

- হ্যাঁ, কেঁচোর মাটি দ্বারা ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে থাকে তা সম্পূর্ণ জায়েয। কারণ কেঁচোর মাটি নাপাক নয়। সূত্র– আল-বাহরুর রায়েক।

- ঢিলা-কুলুপ কোন হাত দ্বারা করবে?

- বাম হাত দ্বারা ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করবে। – ফতওয়ায়ে শামী।

আসুন, ভাই ও বোনেরা, আমরা ছহীহ ইছলামসম্মতভাবে হাগা-মুতা করে নেকি হাছিল করি।

বাংলাদেশের যুগান্তকারী আবিষ্কার:
প্রকাশ্যে প্রস্রাব বন্ধে আরবি ভাষার ব্যবহার

কারো পুরুষনুনুভুতিতে আঘাত লাগলেও একথা বলা অমূলক হবে না যে, মূত্র বিসর্জনের ক্ষেত্রে বাঙালি পুরুষ ও কুকুরের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কুকুর যেমন যেখানে-সেখানে পা উঁচু করে মূত্র বিসর্জন করে, ঠিক তেমন বাঙালী পুরুষরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে রাস্তার আশেপাশে মূত্রারাধনায় নিমগ্ন হয়ে দেশ ভাসিয়ে দেয়। যে কোনো স্থানে যে কারো সামনে প্যান্টের চেইন খুলে মূত্রধারা সৃষ্টি করা তাদের জন্য অশ্লীলতা না হলেও রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মেয়েটির ওড়না ঠিকমতো জায়গায় রয়েছে কি না, তা দেখার এবং উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু এই পুরুষদেরই!

সে যা-ই হোক, পুরুষের এই কুকুরীপনা বন্ধ করার প্রচেষ্টাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মাঝে মাঝে রাস্তায় কিছু ভুল/শুদ্ধ দেয়াললিখন দেখা যায়। যেমন,

- দয়া করে প্রস্রাব করিবেন না।
- এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে ৫০ টাকা জরিমানা।
- এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে ৫০ টাকা জরিমানা।
- এখানে প্রস্রাব করিলে ২০ টি জুতার বাড়ি ফ্রি।

... ইত্যাদি।

তবে এই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে খুব একটা সফল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। “পুরুষ মানুষ! ভাঙবে তবু মচকাবে না” এই সূত্র ধরে এসব জরিমানা বা লজ্জা একজন

পুরুষের মধ্যে কখনোই সামান্য চিন্তার উদ্রেক করেছে, তা বলা যাবে না। এতো কিছুর পরও পুরুষ তার মেশিন দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অপ্রয়োজনীয় জলসিঞ্চন করতে একটুও কার্পণ্যবোধ করে বলে আমার মনে হয় না।

বাংলাদেশে পুরুষদের প্রকাশ্যে প্রস্রাব করা নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিওতে ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান তো বলেই দিয়েছেন, “আমি বুঝি না, মসজিদ থাকতে মানুষ কেন রাস্তায় প্রস্রাব করে!” ("I don't understand why people urinate by the roadsides. Especially when every mosque provides public toilet facilities,") এমতাবস্থায় বাংলাদেশের এইসব পুরুষদের প্রকাশ্যে মূত্র বিসর্জন থেকে নিরুৎসাহিত করতে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে যুগান্তকারী এক সমাধান এসেছে।

বাংলাদেশের মানুষ ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বউ না থাকলে বা বউয়ের অগোচরে সুযোগ পেলে কাজের মহিলাপ্রীতি প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত হলেও তারা মাশাল্লাহ ধার্মিক আছে। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান, তাই প্রকাশ্যে প্রস্রাব করা বন্ধ করতে এবার ধর্ম মন্ত্রণালয় নিয়ে এসেছে এক ব্রহ্মাস্ত্র, যার নাম পবিত্র আরবি লেখা। প্রস্রাব করার সম্ভাবিলিটি রয়েছে, এমন স্থানগুলোয় আরবি হরফে প্রস্রাব না করার নির্দেশনা থাকলে পবিত্র মনে করেই ধর্মপ্রাণ পুরুষরা ঐ স্থানে প্রস্রাব করা থেকে বিরত থাকবে।



তবে পবিত্র কোরআনের ভাষা নিয়ে এই ধরনের কাজকে তামাশা বলে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম ইসলাম বিশেষজ্ঞ ফরিদ উদ্দিন মাসাউদ। তিনি বলেছেন, কোরআনের ভাষা নিয়ে এই ধরনের ক্যাম্পেইন করার কোনো অধিকার নেই। ("Nobody has the right to use the language of the Koran for such a campaign,") তবে ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে আনোয়ার হোসেন এএফপিকে জানান, আরবিকে অসম্মান করতে নয়, বরং বাংলাদেশীরা আরবিকে সম্মান করে বলেই আমরা তা কাজে লাগিয়েছি মাত্র। ("Bangladeshi people respect Arabic and we've just utilized that.")



এদিকে আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে হাইলাইট করছে বিভিন্নভাবে। এএফপি, বিজনেস ইনসাইডার, সৌদি গেজেট, ব্যাংকক পোষ্টসহ বেশকিছু পত্রিকা শিরোনাম করেছে - Bangladesh uses 'sacred Arabic' to stop peeing in public. আর টি নিউজ শিরোনাম করেছে - Bangladesh uses Arabic to stop public urination।



গত মঙ্গলবার এএফপির সাংবাদিক দ্বারা তোলা বেশ কিছু ছবিতে দেখা যায়, আরবিতে লেখা রয়েছে “এখানে প্রস্রাব করিবেন না” তারপর বাংলায় লেখা আছে, এখান থেকে ২০০ গজ সামনে রয়েছে মসজিদ আর ১০০ গজ সামনে পাবলিক টয়লেট। অর্থাৎ আপনি মসজিদ বা পাবলিক টয়লেট যে কোনো একটি বেছে নিতে পারেন।

এবার দেখা যাক, পবিত্র আল্লাহার ভাষা কোরআন প্রকাশ্যে পুরুষের মূত্র বিসর্জন বন্ধে কতোটা ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র ০১, তথ্যসূত্র ০২, তথ্যসূত্র ০৩

মালয়েশিয়ায় বেড়েই চলেছে নারী-খতনা

কুয়ালালামপুরের একটি মেগামলে দেখা হলো ১৯ বছরের এক তরুণীর সাথে। মালয়া সংস্কৃতিতে ইসলামের আধুনিকীকরণ হয়েছে জানতাম, তবে এতটা যে হয়েছে, ভাবতেও পারিনি। মালয় মেয়েগুলো যেন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের সুফল ভোগ করা ইসলামি আধুনিকীকরণের এক উজ্জ্বল সংমিশ্রণ। আলাপের খুব তাড়াতাড়ি কোনো ইসলামি চিন্তাভাবনার মেয়ে যৌনতা নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারে, তা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। একটি মেয়ে গর্বের সাথে জানালো যে, সে সারকামসাইজ (খতনা) করিয়েছে।

মেয়েটি জানায়, নারীদের এই খতনা নাকি ইসলামে ওয়াজিব। তার সকল বান্ধবীরাও খতনা করিয়েছে, এবং এর মাধ্যমে আসলেই কোনো ক্ষতি হয় না। মালয়েশিয়ায় মহামারী আকারে বেড়ে গেছে নারীদের এই ধরনের খতনা। ২০১২ সালে ডক্টর মাজনাহ দাওলুই-এর নেতৃত্বে এক গবেষণায় জানা যায়, ৯৩ শতাংশ মুসলিম তরুণী বর্তমানে কোনো না কোনোভাবে ফিমেল জেনিটাল মিউটিলিশনের সম্মুখীন হচ্ছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, মালয়েশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটা প্রাইভেট ক্লিনিকে দক্ষ প্রফেশনাল ডাক্তাররা বর্তমানে এই কাজ করছে বলে তা হচ্ছে আরও সূক্ষ্ম এবং ব্যথামুক্ত।



নারীদের ক্লিট্রিসের অংশটি কেটে ফেলার এই চর্চা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই ধরণের খতনাকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু নারী যদি নিজেই এই সহিংসতাকে বরণ করে নেয়, তখন আর কীই বা করার থাকতে পারে? মালয়েশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম নারীই বর্তমানে হাজেমের কাছে ক্লিট্রিস কাটার বদলে আধুনিকভাবে সারজিকাল উপায়ে বিশেষজ্ঞের কাছে এফজিএম করতে আগ্রহী। এভাবেই নারীদের খতনা দিন দিন বেড়েই চলছে মালয়েশিয়ায়।

মালয়েশিয়ায় জেনিটাল মিউটিলিশন নিষিদ্ধ না হলেও সরকারী হাসপাতালের সার্জনদের তা করার ক্ষেত্রে একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল। ২০০৯ সালে মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসলামিক রিলেজিয়াস এফেয়ার ফতোয়া জারি করে যে প্রতিটা ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারীর অবশ্যই এই খতনা করা উচিত, এবং সে জন্য সরকারের সহযোগিতা করা উচিত।

মালয়েশিয়ার সবাই যে ওপরের ফতোয়া কমিটির বক্তব্যকে সমর্থন করে, এমন নয়। তেমন একজন হলেন নারী অধিকার কর্মী সিরাফাতুল আদিবা। তিনি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, মালয়েশিয়ায় ইসলামের নামে যে-জঘন্য নারী খতনা মহামারী আকারে বেড়ে চলছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আদিবা বিভিন্ন জায়গায় কোরআন-হাদিসের নিয়ে আলোচনা করে প্রচারণা চালাচ্ছেন যে, ইসলাম এই ধরনের হিংস্রতাকে সমর্থন করে না, কোরআন-হাদিসের কোথাও এটি নেই। কিন্তু আদিবার কথা শোনার মতো মুসলমান দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মালয়েশিয়াতে।

(সাংবাদিক Marta Kasztelan এর Female Circumcision Is Becoming More Popular in Malaysia শীর্ষক লেখার অনুকরণে, মূল লেখার লিংক এখানে)

* ধর্মকারীর বক্তব্য: কোরানের কোথাও নারী-খতনার কথা বলা হয়নি বটে, তবে কয়েকটি হাদিসে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

নিলয় নীল-এর আরও তিনটি ইবুক



ইসলামী শস্যক্ষেত্র সংগ্রহ করুন আজই

১ম (লিংক-১) (লিংক-২)



সনাতনী কামিনী

N. c. Neel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

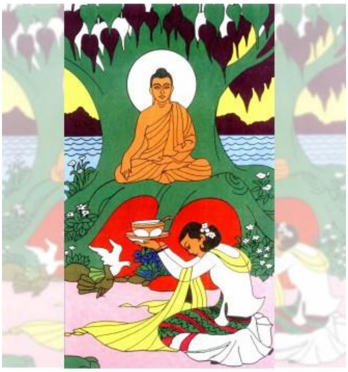


সনাতনী কামিনী সংগ্রহ করুন আজই

১ম (লিংক-১) (লিংক-২)

বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র:

নারীরা হল উন্মুক্ত মলের মতো দুর্গন্ধযুক্ত



নিলয় নীল

বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র সংগ্রহ করুন আজই

১ম (লিংক-১) (লিংক-২)



নিলয় নীল ধর্মকারীতে লিখতে শুরু করেছিলেন ২০১০ সালের শুরুর দিকে; লিখেছেন অনেক নিবন্ধ। তাঁর লেখা সেইসব নিবন্ধ থেকে সেরাগুলো বেছে নিয়ে সংকলিত করা হলো এই ইবুকে।

কোনও ধর্মের প্রতিই তাঁর দুর্বলতা বা পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। অকাতরে সমালোচনা করে গেছেন সব ধর্মেরই। কিন্তু তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে ইছলামের মহানবীর মহান বীর অনুসারীদের হাতে।

হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে দু'টি নোট লিখেছিলেন নিলয় নীল। তিনি, সম্ভবত, অনুমান করতে পেরেছিলেন আসন্ন বিপর্যয়ের কথা।

এটি ধর্মকারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য ইবুক।

ধর্মকারী

dhormockery@gmail.com

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~